ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ২.০

ডা. শামসুল আরেফীন

সমর্পণ প্রকাশন

সমর্পণ
প্রকাশন

ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ২.০

গ্রন্থস্বত্ব © সংরক্ষিত ২০২০

ISBN : 978-984-8041-57-4

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২০

সম্পাদক : আসিফ আদনান
শারঈ সম্পাদক : আবদুল্লাহ আল মাসউদ
পৃষ্ঠাসজ্জা : আবদুল্লাহ আল মারুফ

মুদ্রণ ও বাঁধাই :
বই কারিগর, ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪৯

অনলাইন পরিবেশক :
রকমারি.কম, ওয়াফি লাইফ
একমাত্র পরিবেশক : ইতি প্রকাশন
সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ৩৯২ টাকা

প্রকাশক : রোকন উদ্দিন
সমর্পণ প্রকাশন
৩৪, মাদরাসা মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা।
+৮৮ ০১৭৭৯ ১৯ ৬৪ ১৯
+৮৮ ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪২
facebook.com/somorponprokashon

সূচিপত্র

সম্পাদকের কথা | ৬
শারঈ সম্পাদকের কথা | ১৫
ভূমিকা | ১৮

সমর্পিতার স্বাধীনতা কিংবা স্বাধীনতার সমর্পণ
তিথির অতিথি | ২৪
স্বাধীনতার সাতকাহন | ২৮
সমর্পণের সাতকাহন | ৩৬
গালভরা বুলি | ৪৪
এক্সপেরিমেন্ট | ৪৯
নীল আকাশে ঘুড়ি | ৫২

সুষমা
নারী ≒ পুরুষ ? | ১০১
শুভঙ্করের জন্মবৃত্তান্ত | ১১৬
সুষম | ১২৩

কর্তা, কর্তৃত্ব ও কর্তব্য
ছি! তুমি না বড় | ১৬৪
লাইসেন্স | ১৭০
অ্যাডমিন | ১৭৭
ভারকেন্দ্রে ভারসাম্য | ১৮৭
Wi-Fi রসায়ন | ১৯৪
লাইট-ক্যামেরা অ্যাকশান | ১৯৫
নেশা লাগিল রে.. | ২০৩

বিষাক্ত ক্ষমতায়ন ও তামার বিষ
ইউরো-আখ্যান | ৬০
গজফিতা | ৭১
রোজগেরে | ৭৬
পাটি রেখে মাটিতে | ৮৭

সুশিক্ষা-অশিক্ষা-কুশিক্ষা
পেটেন্ট | ১৩৩
মধ্যযুগীয় '...' | ১৪২
কৌতুক | ১৫৩

দুই-তিন-চার-এক
সবেধন নীলমণি | ২১০
শাদা শাড়ির কান্না | ২১৫
ডিভোর্সী ও বিবাহিতা | ২২৫
কী দিয়া সাজাইমু তরে | ২৩০
লাগাম | ২৪০
অতিথি | ২৪৪

পরিশিষ্ট | ২৪৮
অভিধান | ২৮৯

সম্পাদকের কথা

১.

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আসমান ও জমিনের একচ্ছত্র অধিপতি, যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু, যিনি এক ও অদ্বিতীয়, অমুখাপেক্ষী, অপ্রতিরোধ্য, সার্বভৌম। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমরা তাঁর কাছ থেকেই এসেছি এবং তাঁর কাছেই আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবিদের ওপর।

মানুষ শূন্যতার মাঝে বেড়ে ওঠে না। সমাজ, সংস্কৃতি, সময় ও পরিস্থিতি আমাদের চিন্তা, চেতনা, বিশ্বাসকে শুধু প্রভাবিতই করে না, বরং আমাদের পুরো চিন্তার কাঠামোও ঠিক করে দেয় এ ধরনের ফ্যাক্টরগুলো। আমরা পৃথিবীকে দেখতে শিখি একটা নির্দিষ্ট লেন্সের ভেতর দিয়ে, একটা নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেলে। আর যেহেতু ছোটোবেলা থেকেই এই লেন্সের ভেতর থেকে আমরা পৃথিবীকে দেখছি তাই কোথায় লেন্সের শেষ হয় আর কোথায় পৃথিবীর শুরু, সেটা আমরা বুঝে উঠতে পারি না। ব্যাপারটা এভাবে চিন্তা করা যায়— জনবিচ্ছিন্ন কোনো দ্বীপে শৈশব থেকে একসাথে বেড়ে ওঠা একদল কালারব্লাইন্ড মানুষের পৃথিবীর অদ্ভুত সুন্দর নানান রঙের বর্ণালী নিয়ে কোনো ধারণা থাকবে না। কেউ এসে হরেক রকমের উজ্জ্বল রঙের কথা বলা শুরু করলে তারা নির্ঘাত সেই মানুষটাকে পাগল ঠাউরাবে। প্রথম প্রথম তো মানতে চাইবেই না, লম্বা সময় নিয়ে যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে বোঝানোর পরও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব হয়তো পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে না। কারণ তাদের কাছে এটাই বাস্তবতা। এটাই তাদের কাছে অবিসংবাদিত সত্য।

অথবা এমন একজন মানুষের চিন্তা করুন, যে জন্মের পর থেকে ছোট্ট একটা ঘরে বন্দি। ঘরের এক দেয়াল জুড়ে বিশাল জানালা। এই জানালা বাইরের দুনিয়ার সাথে তার সংস্পর্শের একমাত্র মাধ্যম। জানালার কাঁচটা নির্দিষ্ট একটা রঙকে বেশি ফুটিয়ে

তোলে। ধরা যাক, এই নির্দিষ্ট রঙটা হল হলুদ। কুড়েঘরের এই বন্দি পৃথিবীকে দেখে হলুদ রঙের এক আভায়। গাছ, পাতা, পাখি, ফুল, ঘাস, আকাশ, সাগর, সবকিছুকে সে দেখে হলুদ রঙের ফিল্টারের মধ্য দিয়ে। সে ধরে নেবে বাইরের দুনিয়াটা হলদেটে। সমস্যাটা তার চোখে না। বায়োলজিকালি তার মস্তিষ্কেও কোনো সমস্যা নেই। সমস্যাটা জানালার কাঁচে। হলুদ রঙের কাঁচ আমাদের এই বন্দির চিন্তাকে আটকে ফেলেছে একটা নির্দিষ্ট রঙে। গ্রিক দার্শনিক প্লেইটোর বিখ্যাত 'গুহার গল্প'-এ অনেকটা একই রকমের একটা উদাহরণ দেওয়া আছে।

কথাগুলো বলার কারণ হলো আমাদের বাস্তবতাটা বোঝা। আমাদের চোখেও একটা চশমা দেওয়া থাকে। একটা ফিল্টার, একটা লেন্স থাকে। এর ভেতর দিয়ে আমরা বাস্তবতা দেখি। এই লেন্সের রঙে গড়ে ওঠে আমাদের চিন্তা-চেতনা। আমরা নিজেদের চিন্তা-চেতনাকে 'আনবায়াসড' ভাবতে পছন্দ করি, কিন্তু কর্তৃত্বশীল সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, দর্শন, মিডিয়া ইত্যাদির কারণে তৈরি হওয়া বায়াস আমাদের চিন্তায় থেকে যায়। এ বায়াস থেকে বের হতে হলে সচেতনভাবে একটা লম্বা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। যদি আমরা এই বায়াস কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা না করি, তা হলে আমরা সব সময় বাস্তবতাকে দেখব ওপরের কালারব্লাইন্ড কিংবা কুড়েঘরের বন্দির মতো। এমনকি আমাদের চোখে যে লেন্স দেওয়া আছে হয়তো একজীবন কাটিয়ে দেওয়ার পরও সেটা আমরা বুঝতে উঠতে পারব না।

আজ আমাদের চোখে সেটে থাকা লেন্সটা পশ্চিমা। এই লেন্সের মধ্য দিয়ে আমরা যখন ইসলামকে দেখি তখন অনেক-কিছু মেনে নেওয়া আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যায়। ইসলামের অনেক-কিছু আমাদের কাছে 'যৌক্তিক', 'আধুনিক' কিংবা 'উপযুক্ত' মনে হয় না। ইন ফ্যাক্ট, ইসলামের মধ্যে এমন অনেক কিছু আমরা দেখি যেগুলোকে মনে হয় ছোটোবেলা থেকে মুখস্থ করা ধ্যানধারণাগুলোর সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। এ মনে হওয়াটা স্বাভাবিক। ইসলামের প্যারাডাইম, পশ্চিমা প্যারাডাইমের চেয়ে আলাদা। ব্যাপকভাবে আলাদা। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বাস্তবতা, জ্ঞান এবং নৈতিকতার যে শিক্ষা আমরা পাই সেটা পশ্চিমের ব্যাখ্যার সাথে মেলে না। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ দুটো অবস্থান সাংঘর্ষিক। এ সংঘাতের সমাধান না করা হলে দুটো বিপরীতধর্মী বিশ্বাস একসাথে ধারণ করতে গিয়ে আমাদের মধ্যে তৈরি হয় কগনিটিভ ডিযোন্যান্স। এমন অবস্থায় কেউ ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কেউ চেষ্টা করে পশ্চিমের সাথে মিলিয়ে ইসলামের নতুন ব্যাখ্যা দিতে। আর যাদের ওপর আল্লাহ তাআলা রহমত করেছেন তারা পশ্চিমা লেন্সটা খুলে ফেলে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে শেখে

আল্লাহর কাছে।

ইসলামের বিভিন্ন বিধান নিয়ে আজ যে আমরা 'খটকায়' থাকি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার কারণ হলো এই দুই প্যারাডাইমের সংঘর্ষ। গোলমালটা লাগে পশ্চিমা প্যারাডাইমের ভেতর থেকে ইসলামকে বিচার করার চেষ্টা থেকে। কটকটা হলুদরঙা লেন্সের ভেতর দিয়ে নীল সমুদ্রকে খুব একটা সুন্দর লাগার কথা না। চোখের সামনে থেকে এই লেন্স যে সরাতে পারবে না, সমুদ্রের সৌন্দর্য নিয়ে লেখা সব কবিতা, সব কথা সারা জীবন তার কাছে বেখাপ্পা কিংবা ভুল মনে হবে। মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাতে সমুদ্রের সৌন্দর্য এক ফোঁটা কমবে না। সমুদ্র যে সুন্দর, বদলাবে না এই সত্য।

এটা আশা করে বসে থাকা যাবে না যে কটকটা হলুদ লেন্সের মধ্যে দিয়েই সমুদ্রকে সুন্দর লাগতে হবে। তা না হলে সমুদ্র কুৎসিত। সমুদ্রকে দেখতে হলে চোখের সামনে থেকে লেন্স সরাতে হবে।

২.

বর্তমানে যে বিষয়গুলোকে ব্যবহার করে ইসলামকে সবচেয়ে বেশি আক্রমণ করা হয়, তার মধ্যে অন্যতম হল 'নারীর প্রশ্ন'। নারীর অবস্থান, ভূমিকা, অধিকার, পর্দা, বহুবিবাহ ইত্যাদি নিয়ে আজ নানাভাবে আক্রমণ করা হয় ইসলামকে। আমরা মুসলিরাও এমন অনেক বিষয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগি। মুসলিম নারীকে কেন্দ্র করে ইসলামকে আক্রমণ করার অভ্যাস পশ্চিমের পুরনো। কলোনিয়াল যুগের ওরিয়েন্টালিস্টরা মুসলিম নারীকে চিত্রিত করেছে হারেমে বন্দি কামুক নর্তকী হিসেবে। ভিক্টোরিয়ান ওরিয়েন্টালিস্টদের কলমে মুসলিম নারী এক রহস্যময় যৌনবস্তু। একই সাথে অতৃপ্ত ও তৃষিত। পশ্চিমা রক্ষাকর্তাকে 'সুখ' দিতে উন্মুখ, উদ্‌গ্রীব। গত শতাব্দীতেও মুসলিমদের আত্মপরিচয়, আত্মমর্যাদাবোধ, এবং প্রতিরোধের স্পৃহা ভেঙে দেওয়ার জন্য আলজেরিয়াতে ঔপনিবেশিক ফ্রান্সের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল পর্দা। আর আজ পশ্চিমের কাছে মুসলিম নারী মানে বন্দি, নির্যাতিতা। পর্দা তার দাসত্বের চিহ্ন। এই নারীকে মুক্ত করার জন্য পবিত্র-যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমা রক্ষাকর্তা। নিউইয়র্ক টাইমস আর ওয়াশিংটন পোস্টের মতো পত্রিকাগুলোতে তাই নিয়মিত বিরতিতে আফগানিস্তান কিংবা ইরাকের নারীদের নিয়ে প্রতিবেদন করে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে : 'ওরা কত নির্যাতিত। ওদের রক্ষার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ।'

এ ধরনের চিন্তা আমাদের প্রভাবিত করে। দীর্ঘদিন ধরে প্রভাবিত করে আসছে। এ ধরনের চিন্তাকে আমাদের সমাজে 'ডিফল্ট পযিশান' হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে অনেক আগেই। পাতায় পাতায় স্পষ্ট কুফরি বক্তব্যের তুবড়ি ছুটিয়ে যাওয়া রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের লেখা আমাদের মুখস্থ করানো হচ্ছে স্কুলে থাকতে। জমিদারবাড়িতে জন্ম নেওয়া আর লুটেরা ব্রিটিশের অধীনে চাকরি করা বাদামি ম্যাজিস্ট্রেট বাবুর বউ হিসেবে জীবন কাটিয়ে দেওয়া এই মহিলাকে উপস্থাপন করা হচ্ছে গ্রামবাংলার নারীদের জন্য অনুসরণীয় হিসেবে। নারীমুক্তির পথিকৃৎ হিসেবে। মুক্তির অর্থ যে আরও বেশি করে 'পশ্চিমা' হয়ে ওঠা!

এনজিও, মিডিয়া এমনকি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ক্রমাগত সরাসরি বা ইঙ্গিতে বলা হচ্ছে নারীর ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান 'অমানবিক', 'বর্বর', 'ব্যাকডেইটেড'। পর্দাকে তাঁবু বলা হচ্ছে হাসতে হাসতে। ইসলামের বিধানকে তুচ্ছ করা হচ্ছে কারণ সেটা বাঙালি-সংস্কৃতি-নামক কোনো একটা একটা জোড়াতালি দিয়ে চাপিয়ে দেওয়া বিষয়ের সাথে মেলে না। অন্যদিকে পপুলার কালচার (সেটা বাংলা টিভি, গান, ঢালিউড, বলিউড, হলিউড যাই হোক না কেন) নারী ও পুরুষের সম্পর্ক, মেলামেশা, ঘনিষ্ঠতার এমন একটা ছবি তুলে ধরছে যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। আমরা দেখছি সমাজ, সংস্কৃতি, মিডিয়া এক স্রোতে আগাচ্ছে, আর ইসলাম বলছে সম্পূর্ণ আলাদা কথা। এ সবকিছুর প্রভাব পড়ছে আমাদের চিন্তা ওপর। নারীর প্রশ্নে, আমরা পশ্চিমের কাছ থেকে কলকাতার রুট হয়ে আসা চিন্তার এ কাঠামোটা ধ্রুব সত্য হিসেবে গ্রহণ করে নিচ্ছি। অনেকে বুঝেশুনে, অনেকে নিজের অজান্তে। আর এই কাঠামো আর লেন্স নিয়ে যখন আমরা কুরআন-সুন্নাহ পড়তে যাচ্ছি তখন মেনে নিতে পারছি না ওহির বক্তব্য। পশ্চিমা লেন্সের ভেতর দিয়ে দেখার পর আল্লাহর কথা আর 'ভালো লাগছে না'।

৩.

এমন অবস্থায় কয়েক ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। একটা হল উগ্র 'নারীবাদী' অবস্থান। যারা মোটাদাগে বাংলাদেশের শাহবাগী-'মুক্তমনা' ক্যাম্পের অংশ। এই ক্যাম্পের লোকজন অনবরত ইসলামকে আক্রমণ করে যায়। তাদের মতে সমাধান হলো জীবনের সব বলয় থেকে ইসলামকে সরিয়ে দেওয়া।

দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়াটা সম্ভবত অধিকাংশ বাঙালির অবস্থান। এই বাঙালি ইসলামের

বিরোধিতা করে না। ধর্মভীরু মুসলিম বলে নিজের পরিচয় দেয়। কিন্তু নারীর সাথে যুক্ত ইসলামের অধিকাংশ বিধিবিধান সে মানে না। বাঙালি কালচার, সমাজের ধারা, কিংবা অন্যকিছুর অজুহাত দিয়ে সে পিছলে বেরিয়ে যেতে চায়। সে ইসলামও মানে আবার পুরোপুরি 'মুক্তমনা'ও না। সে দুটোর সুবিধাবাদী মিশ্রণ। এ ধরনের মানুষের কাছ থেকেই শোনা যায়, 'মনের পর্দা বড়ো পর্দা', 'ইসলাম তো অত কঠিন না', 'বিশ্বাস, ভক্তি তো অন্তরের বিষয়,' 'আমি প্রেম করছি কিন্তু আমার মন পরিষ্কার', অথবা 'বোরখা করে অমুক অমুক জায়গায় অমুক অমুক অপরাধ করা হয়েছে, এর চেয়ে বরং আমরাই ভালো আছি বাবা!'।

দীর্ঘ একটা সময়-জুড়ে এ দুটোই ছিল প্রধান অবস্থান। কিন্তু বর্তমানে, গত প্রায় পনেরো-বিশ বছর ধরে অ্যামেরিকার 'মডারেট ইসলাম' প্রকল্পের ফসল হিসেবে তৃতীয় এক ধরনের অবস্থান ও প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। এ প্রতিক্রিয়াটা হল রিভিশনিস্ট, রিফর্মিস্ট এবং 'মুসলিম' ফেমিনিস্টদের অবস্থান। মর্ডানিস্ট এবং অ্যামেরিকার পছন্দের 'মডারেট' মুসলিমদের অবস্থান। সহজ ভাষায় এ অবস্থানটা হলো পশ্চিমের সাথে খাপ খাওয়ানোর। নারীর ব্যাপারে ইসলামের যে অবস্থানটা পশ্চিমের সাথে সাংঘর্ষিক সেটাকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করার। এই 'ব্যাখ্যার' তোড়ে হিজাব হয়ে যাচ্ছে 'ব্যক্তিস্বাধীনতা', নারীর ঘরের বাইরে অবস্থান-সংক্রান্ত পুরো ফিকহ হয়ে যাচ্ছে 'ইজতিহাদি' এবং 'ইখতিলাফি'। আর পশ্চিমা ধাঁচের নারীর ক্ষমতায়ন আর নারী মুক্তির উদাহরণ খোঁজা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সীরাতে।

যেমন 'ক্যারিয়ার ওম্যান'-এর উদাহরণ হিসেবে খাদিজা রদিয়াল্লাহু আনহা-এর উদাহরণ দেওয়া হয়। তিনি সিইও ছিলেন আন্ট্রাপ্রনোর ছিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। মা খাদিজা রদিয়াল্লাহু আনহা-এর উদাহরণ আজকের যুগে ক্যারিয়ার গড়ার ক্ষেত্রে আদৌ প্রযোজ্য কি না সেটা নিয়ে লম্বা আলোচনা করা সম্ভব। কিন্তু সে আলোচনা যদি আমরা বাদও দিই তা হলেও প্রশ্ন থাকে—রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মোট ১১ জন স্ত্রী ছিলেন। বাকি ১০ জন তো ব্যবসা করেননি। চাকরি করেননি। তাঁরা ঘরের ভেতরে জীবন কাটিয়েছেন। কেন ১০ জনকে ছেড়ে ১ জনের নুবুওয়্যাতের জীবনের আগের উদাহরণকে এত শক্ত করে আঁকড়ে ধরা?

আবার ইসলাম নারীর ক্ষমতায়ন করেছে, এটা প্রমাণ করতে গিয়ে অনেকে ইসলামের ইতিহাসের নারী আলিমদের কথা বলেন। উদাহরণ হিসেবে তাঁদেরকে দাঁড় করিয়ে বলেন : আজ মুসলিম নারীদের উচিত দলে দলে ঘর থেকে কর্মক্ষেত্রে বেরিয়ে আসা। কিন্তু এই আলিমাগণ কি মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের অধিকাংশ নারীর

অবস্থানের প্রতিনিধিত্ব করেন? প্রায় সাড়ে চৌদ্দ শ বছরের ইতিহাসে কত শতাংশ মুসলিম নারী আলিম হবার চেষ্টা করেছেন, আর কত শতাংশ মা ও স্ত্রী হিসেবে ঘরে সময় দিয়েছেন? নাম না-জানা যে কোটি কোটি মুসলিমা শারীআর বিধান অনুযায়ী মা ও স্ত্রী হিসেবে ভূমিকা পালন করেছেন। উলামা ও মুজাহিদিন জন্ম দিয়েছেন, গড়ে তুলেছেন—তাঁরা কি সবাই ব্যর্থ? নির্যাতিত? পুরুষতন্ত্রের শিকার? এ প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় না।

পশ্চিমা অর্থে 'নারী শিক্ষা'র উদাহরণ হিসেবে আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা এবং ইসলামি ইতিহাসের অন্যান্য মুহাদ্দিসাদের (হাদীসবিশারদ) কথা বলা হয়। যে মহান নারীদের উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন করেছেন। তাঁরা ইলম অর্জন করেছিলেন। ইলম আর আজ 'শিক্ষা' বলতে আমরা যা বুঝি, তা এক না। দুটোর মধ্যে আছে অনেক, অনেক পার্থক্য। এই ইলম অর্জনের কাজটা তাঁরা করেছিলেন পর্দা, মাহরাম, ঘরের ভেতরের দায়িত্ব, নারী পুরুষের মেলামেশা-সংক্রান্ত ইসলামের সব বিধান মেনে। সেটা আজ সম্ভব কি না, তা নিয়ে কিন্তু কথা বলা হয় না। আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর স্বামী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছ থেকে শোনা হাদীস বর্ণনা করেছেন। এর সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সোশিওলজি পড়া, কিংবা হায়ার স্টাডিসের জন্য অস্ট্রেলিয়া কিংবা অ্যামেরিকা যাওয়ার কিয়াস সুস্থ মস্তিষ্কে কীভাবে করা যায় না সেটাও খুব কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়।

সীরাত এবং ইসলামি ইতিহাস থেকে বেছে বেছে কিছু তথ্য নিয়ে মুখস্থ অঙ্কের উত্তর মেলানোর জন্য সেগুলোকে মনের মাধুরী মিশিয়ে তুলে ধরা হয়। ইসলামকে ব্যাখ্যা করা হয় পশ্চিমা ছাঁচে। এভাবে ইসলামকে 'রক্ষা' করতে গিয়ে বিকৃত করা হয় ইসলামকে। প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়, পশ্চিম যে নারী শিক্ষা আর ক্ষমতায়নের কথা বলছে সেটা ইসলামে আরও আগে থেকেই আছে। অথচ বাস্তবতা হলো পশ্চিমা প্যারাডাইম যেভাবে নারীর পরিচয় ও ভূমিকাকে সংজ্ঞায়িত করে, ইসলাম সেভাবে করে না। ইসলামে নারীর মূল দায়িত্ব, ভূমিকা এবং অবস্থান তাঁর ঘরে। পশ্চিমা নারীবাদের অবস্থান থেকে কোনোভাবেই এটাকে মেনে নেওয়া সম্ভব না। ইসলামে নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা আলাদা ভূমিকা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। তারা একে অপরের প্রতিযোগী না, তারা একে অপরের সমান না, বরং তারা একে অপরের পরিপূরক।

এভাবে এক দল ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করছে, আরেক দল মুসলিম হবার কথা বললেও ইসলামের কিছু বিধিবিধান সারাজীবন উপেক্ষা করে যাচ্ছে, আরেক দল

ইসলামের নতুন ব্যাখ্যা তৈরি করছে পশ্চিমের আদলে। এ তিন প্রতিক্রিয়ার পেছনে মূল কারণ নারীর প্রশ্নে ইসলামের অবস্থানকে মেনে নিতে না পারা। তিন প্রতিক্রিয়াই চোখে শক্ত করে আঁটা পশ্চিমা লেন্সের ফসল।

৪.

পশ্চিমা লেন্সের মতো আরও একটা লেন্স আছে যা নারীর প্রশ্নে আমাদের চিন্তাকে প্রভাবিত করে। সেটা হলো ভারতীয় উপমহাদেশের মাটিতে গভীর শেকড় গেড়ে থাকা 'হিন্দুয়ানি' চিন্তা, আচার, প্রথা আর কুসংস্কারের লেন্স। আমরা যত আধুনিকতার দাবি করি না কেন, এই লেন্সের খপ্পর থেকে এখনও আমরা বের হতে পারিনি। এ লেন্সের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপারটা হয়। ইসলামের ওপর আমরা এই লেন্সকে প্রাধান্য দিই। যখন কোনো বিধান পছন্দ হয় না, তখন সেটাকে রাঙিয়ে দিই এই লেন্সের রঙে।

এটা যে শুধু মোটাদাগে বৃহত্তর সমাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা না। যারা ইসলাম বোঝার ও মানার দাবি করেন তাদের বড়ো একটা অংশ এই বক্স থেকে বের হতে পারেন না। যেমন, স্বামীর পিতা-মাতার প্রতি স্ত্রীর দায়িত্বের সীমানা কতটুকু, কোনটা নারীর আবশ্যিক দায়িত্ব কোনটা তার ইহসান, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্বগুলো কী কী—এসব প্রসঙ্গে ফকিহদের বক্তব্য আনলে অনেক ইসলাম মাননেওয়ালাও খ্যাপে যান। এর পেছনে আবিষ্কার করেন নানান ষড়যন্ত্র তত্ত্ব। বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেন নিজের পছন্দের অবস্থানকে প্রতিষ্ঠা করতে।

বাস্তবতা হলো, ইসলাম নারীকে যে অধিকার দিয়েছে, যে ভূমিকা ঠিক করে দিয়েছে আমরা সেগুলো সামাজিকভাবে বাস্তবায়ন করিনি। আবার 'ধর্মের দোহাই' দিয়ে এমন অনেক কিছু নারীর ওপর চাপিয়ে দিয়েছি যেগুলোর সাথে সনাতন ধর্মের লেনদেন থাকলেও, ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা এক ধরনের 'ট্র্যাডিশানালিযম' এর মধ্যে আছি যা বিভিন্ন হিন্দুয়ানি আচার, প্রথা এবং বিদআতের মিশ্রণ।

আমরা হয় ধর্মের নামে হিন্দু সংস্কৃতি ও সংস্কার প্রভাবিত ট্র্যাডিশানালিযম আঁকড়ে থাকি, অথবা পশ্চিমা ছকে আঁকি নারীমুক্তির নকশা। এ দুই লেন্সের ফাঁদে পড়ে জীবন কেটে যায়। এ অবস্থানের কারণে সমাজে জিইয়ে থাকে নারীর প্রতি নির্যাতন এবং জুলুম। সেই জুলুমের পেছনের কারণ ও সমাধান নিয়ে আমরা খোলাখুলি আলোচনা করি না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা ইসলামের অবস্থান থেকে এ সমস্যাগুলো

সমাধানের চেষ্টা করছি না। বরং নানানভাবে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করি 'উপমহাদেশীয় ট্র্যাডিশানালিযম' কিংবা 'অর্থোডক্সি'-কে। যার কারণে স্বাভাবিকভাবে থেকে যাচ্ছে অসন্তোষ ও ক্ষোভের একটা জায়গা। এটা কাজে লাগিয়ে পশ্চিমা নারী-স্বাধীনতা, নারীমুক্তি আর নারীবাদ ফেরি করে যাচ্ছে এনজিও, মিডিয়া, নকশা, অধুনা কিংবা একেক যুগের 'বেগম' রোকেয়ারা।

ক্ষোভ ও অসন্তোষের পেছনের যৌক্তিক কারণগুলোর সমাধান ইসলামের অবস্থান থেকে না করা পর্যন্ত পশ্চিমের এ আগ্রাসন মোকাবিলা করা সম্ভব না। আমরা যতই নারীবাদী কিংবা 'মুসলিম' ফেমিনিস্টদের নিয়ে অভিযোগ করি না কেন, বাস্তবতা হলো তারা তাদের বিষ ফেরি করার সুযোগ পায় কারণ আমরা তাদের সে জায়গা দিয়ে রেখেছি। আমাদের সমাজ তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছে রেডিমেইড গ্রাহক শ্রেণী। তাই রোগের চিকিৎসা না করে উপশম নিয়ে হাকডাক করে খুব একটা লাভ হবে না।

৫.

এই বিষয়ের সবগুলো দিক নিয়ে এক মলাটের ভেতর আলোচনা করা বেশ কঠিন। বিষয়টা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়ায় যখন আলোচনাটা আনতে হয় কথোপকথনের আকারে। এ বিশেষ রকমের কঠিন কাজটা ডা. শামসুল আরেফীন করার চেষ্টা করেছেন আপনার হাতে ধরা এই বইটাতে। কঠিন হলেও এ কাজটা দরকার ছিল।

নারী নিয়ে আলোচনায় সাধারণত ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় যেসব গর্তে আমাদের পা পড়ে যায়, চেষ্টা করা হয়েছে সেগুলো এড়িয়ে যাবার। চেষ্টা করা হয়েছে পশ্চিমের ধাঁচে ইসলামকে ব্যাখ্যা না করে, ইতিহাসের একটা মনোমতো ছবি না এঁকে, ইসলামের আদি ও অকৃত্রিম অবস্থান তুলে ধরার। যে বায়াসগুলো মনের অজান্তেই আমাদের লেখায় চলে আসে সম্পাদক হিসেবে আমি চেষ্টা করেছি সেগুলো চিহ্নিত করে বাদ দেওয়ার। কিন্তু মানুষের কোনো কাজই নিখুঁত না। তাই তথ্যগত কিংবা ইসলামি শরীআর জায়গা থেকে কোনো ভুল পাঠকের চোখে ধরা পড়লে আশা করি তারা লেখক এবং প্রকাশককে জানাবেন।

এই বইয়ের অনেক কথা অনেকের হয়তো মেনে নিতে কষ্ট হবে। সেটা হতে পারে পশ্চিমা লেন্সের জায়গা থেকে কিংবা হিন্দুয়ানি কালচার প্রভাবিত ট্র্যাডিশানালিযমের জায়গা থেকে। এই কষ্টটুকু হওয়া স্বাভাবিক, এবং চিন্তার যে বক্সের মধ্যে আমরা

আটকে গেছি সেখান থেকে বের হয়ে আসার জন্য এ কষ্টটুকু করা আবশ্যিক। তবে যদি নিচের আয়াত দুটির বক্তব্য যদি আমরা মাথায় রাখি, তা হলে ইন শা আল্লাহ, সত্যটাকে মেনে নেওয়া খুব একটা কঠিন হবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

> "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী উক্ত নির্দেশের ভিন্নতা করার কোনো অধিকার রাখে না। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে সে স্পষ্টতই সত্য পথ হতে দূরে সরে পড়ল।" [সূরা আল-আহযাব : ৩৬]

এবং তিনি বলেন:

> "মু'মিনদেরকে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এ মর্মে আহ্বান করা হয় যে, তিনি তাদের মধ্যে বিচার, মীমাংসা করবেন, তাদের কথা তো এই হয় যে, তখন তারা বলে : 'আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম'— আর তারাই সফলকাম।" [সূরা নূর : ৫১]

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ক্ষুদ্র এ প্রচেষ্টা কবুল করুন। এবং ভুলত্রুটিগুলো শুধরে নেওয়ার তাওফীক দান করুন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে, এবং বিশেষ করে আমাদের মুসলিম বোনদের তাওফীক দান করুন তাঁর সন্তুষ্টির পথে হাঁটার।

আসিফ আদনান
জুমাদাল উখরা ১৪৪১ হিজরি
ফেব্রুয়ারি ২০২০

শারঈ সম্পাদকের কথা

সকল প্রশংসা সেই রবের, যিনি দু-কলম লেখার তাওফীক দান করেছেন। বাংলাদেশের ইসলামি অঙ্গনে কিছু কলম সৈনিক তৈরি করে দিয়েছেন। যাদের হাত ধরে এদেশের মাটিতে একে একে রচিত হচ্ছে মানুষের চিন্তায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করার মতো বিভিন্ন গ্রন্থমালা। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর। যিনি ছিলেন সবচেয়ে শুদ্ধভাষী ও সমাজ-সচেতন। যার হাত ধরে মানবজাতি পেয়েছে মুক্তির রাজপথের সন্ধান।

ভারতবর্ষে ইংরেজদের আগমন এবং সুদীর্ঘ কাল ধরে এদেশের মুসলিমদের আর্থ-সামাজিকভাবে নির্যাতন-নিষ্পেষণের ফলে শিক্ষা-দীক্ষা থেকে শুরু করে চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞান-গবেষণায় মুসলিমসমাজে নেমে এসেছিল একধরনের ভূতুড়ে নীরবতা। তখন মুসলিমরা কোনোমতে নামাজ-কালাম পড়ে ঈমান রক্ষা করে পরকালে পাড়ি জমানোকেই সবচেয়ে বড়ো সাফল্য মনে করত। যুগ-বিবেচনায় এটি অস্বাভাবিক কিছু ছিল না।

তারপর ইংরেজ-আমলের শেষদিকে ও ইংরেজদের বিতাড়নের পর ধীরে ধীরে শিক্ষা-দীক্ষা-সহ সব ক্ষেত্রেই শুরু হয় মুসলিমদের জাগরণ। উলামায়ে কেরাম সে সময়ে নিজেদের সাধ্যমতো মানুষের দৈনন্দিন জীবন পরিচালনায় সহায়ক বইপত্র রচনার দিকেও মন দেন। অপ্রতুল ব্যবস্থাপনা ও সাধ্যের কমতি সত্ত্বেও তারা যতটুকু সম্ভব, চেষ্টা করেছেন। সে সময় নিজেদের ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত ঘর গোছানোতেই তারা বেশি মনোযোগী ছিলেন। ইংরেজদের আগ্রাসন আর পশ্চিমা ধ্যান-ধারণার প্রবল স্রোত ঠেকাতেই তাদের হিমশিম খেতে হয়েছে। তাই নিজেদের প্রতিরক্ষার প্রতিই তাদের সবটা সময় দিতে হয়েছে।

বর্তমানে আগের সেই চিত্রে বেশ বড়োসড়ো পরিবর্তন এসেছে। নিজেদের ঘর গোছানোর মতো প্রয়োজনীয় বইপত্রও ইতিমধ্যে রচিত হয়ে গেছে আলহামদু লিল্লাহ। মুসলিমদের সাধারণ দ্বীন শিক্ষার মৌলিক বইপত্র এখন অনেক সহজলভ্য ও হাতের নাগালেই বিদ্যমান। ফলে যুগের চাহিদা ছিল আত্মরক্ষার খোলস থেকে বের হয়ে পশ্চিমা সংস্কৃতি ও তাদের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করা। যুক্তির পিঠে পাল্টা যুক্তির হাতুড়ি মেরে তাদের যুক্তির অসারতাকে প্রকাশ করে দেওয়া। ইউরোপীয়ানদের

তুলে ধরা বেলুনে আঘাত করে তা ফুটিয়ে দিয়ে লোকসম্মুখে দেখিয়ে দেওয়া যে, তারা আমাদেরকে যা দেখাচ্ছে, তা দেখতে বিশাল কিছু মনে হলেও ভেতরটা পুরোই ফাঁকা। তাদের যুক্তি আর ভাবনা বাহ্যিকভাবে ফোলা দেখালেও ওর ভেতরে আসলে বাতাস ছাড়া কিছুই নেই। এ ছাড়াও পশ্চিমা-চশমা চোখে লাগিয়ে সেই আলোকে ইসলামকে বিবেচনা করার দুর্বলতা ও তাদের নির্ধারণ করে দেওয়া সংজ্ঞার ছাঁচে ফেলে ইসলামের নানান বিষয়কে সংজ্ঞায়িত করে নিজেদের মতো একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছার বোকামি বুঝিয়ে বলার দরকার ছিল।

এই যুগ চাহিদার ডাকে সাড়া দিয়ে অনেকেই ইতিমধ্যে কলম হাতে তুলে নিয়েছেন। লিখছেন ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য। দরদমাখা ও ভালবাসা-মেশানো সেসব লেখায় যুক্তির ধার আর কুরআন-হাদীসের দলিলের ভার দুটোই সমানতালে বিদ্যমান। কেবল আত্মরক্ষাই নয়, বরং প্রয়োজনবোধে যৌক্তিক আক্রমণও থাকে এসব রচনাতে। প্রশ্নের জবাবে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে চ্যালেঞ্জ জানানোর কৌশল থাকে। পশ্চিমাদের গেলানো নারীস্বাধীনতা, বাক্‌স্বাধীনতা, বিয়ে-সংসার-শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও এর দুর্বলতাকে খুলে খুলে দেখানোর প্রচেষ্টা থাকে। এই ধরণের একটা বই বলা যেতে পারে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড-২ কে। এর লেখক ডা. শামসুল আরেফীন ইতিপূর্বে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড-১ লিখে বেশ সাড়া ফেলেছিলেন। এই সিরিজের দুইটি বইতেই তিনি তথ্য ও তত্ত্ব উপস্থাপনের জন্য বেছে নিয়েছেন গল্পের ভাষাকে। আলাপচারিতার ভেতর দিয়েছে বলে গেছেন দরকারি কথাগুলো। পাঠক একই সাথে এতে গল্পের মজা যেমন পাবেন, তেমনি তথ্য-তত্ত্ব আর যুক্তি-প্রমাণেও ঋদ্ধ হবেন।

এই বইটি শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে নিরীক্ষণ করতে গিয়ে আমি কিছু প্রয়োজনীয় তথ্যসূত্র আর দরকারি টীকা-টিপ্পনী যুক্ত করেছি। ভেতরেও প্রয়োজনবোধে কয়েক জায়গায় সামান্য পরিমার্জন করেছি। যাতে করে বিষয়গত দিক দিয়ে বইটি সর্বোচ্চ ত্রুটিমুক্ত হতে পারে। তারপরেও কোথাও সংশোধনযোগ্য কিছু যদি কারও নজরে পড়ে, তবে আমাদেরকে জানানোর অনুরোধ রইল। আমরা তা বিবেচনা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে সচেষ্ট থাকব ইন শা আল্লাহ।

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

১৫.০২.২০

খাদীজা

♥ আম্মু তুমি অনেক বড়ো হবে আল্লাহ চাহেন তো। বড়ো আলিমা-হাফিযা-উস্তাযা-মুজাহিদা হবে, পরিবার সংগঠক হবে। জানি না, সেদিন আমি থাকব কি না। যখন একমনে ল্যাপটপে এই বইটা আমি লিখতাম, তখন তোমার বয়স আড়াই বছর। তুমি টুকটুক করে হেঁটে এসে কোলে উঠতে চাইতে, আমি নিতাম না। তোমার দিকে খেয়াল দিতাম না, লিখতেই থাকতাম বলে তুমি এসে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বলতে, "বাবা, কোথো বোলে না" (বাবা, আমার সাথে কথা বলবা না?)।

এই যে আম্মু তোমার সাথে কথা বলছি। তুমি বড়ো হয়ে পড়বে, জানবে আমি তোমার সাথে কথা না বলে কী 'বাবা কাজ' করতাম। এই কথাগুলোই লিখতাম। তুমি বড়ো হয়ে উস্তাযা হবে, টিচার হবে। মুসলিম নারীদেকে জুলুমের কবল থেকে বাঁচানোর জন্য কাজ করবে। তখন এই এগুলো তুমি সব্বাইকে জানাবে তোমার লেকচারে, তোমার মুযাকারায়। আর আব্বুর জন্য দুআ করবে, আল্লাহ যেন তোমার বাবাকে মাফ করে দেন। তোমার বাবার অনেক গুনাহ, আম্মা। ♥

ভূমিকা

প্রশংসার যত ধরন হতে পারে, সবই আল-হাকিম আল-হাকাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার। আর দরুদ ও সালাম প্রিয়নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে, যাঁর ঋণ শোধ করা উম্মাতের পক্ষে অসম্ভব।

২০১৭ সালের আগস্টে একদম নতুন এক লেখকের একটা বই বেরিয়েছিল, প্রথম বই। লেখক চিন্তাও করতে পারেনি আপনারা সেই 'ছাইপাঁশ'কে এতখানি ভালোবেসে টেনে নেবেন। ফেসবুক পোস্টের জন্য লেখা আনাড়ি হাতের লেখাগুলো প্রতি আপনাদের সেই ভালোবাসার বদলা আমার কাছে নেই। নিঃসীম ভাণ্ডার যার, তাঁর কাছে সোপর্দ করলাম আপনাদের পাওনা। ও বইয়ের কৃতিত্ব লেখকের এক চুল না, যদি কিছু থাকে তো সে আপনাদের। বলছিলাম আপনাদের 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড'-এর কথা।

আল্লাহর তাওফিকে আজ ডাবল স্ট্যান্ডার্ড-এর দ্বিতীয় খণ্ড আপনাদের হাতে। গত বছর আনার ইচ্ছে ছিল লেখকের। কিন্তু ঐ যে বললাম, আল্লাহর তাওফীক। প্রায় ২ বছর সময় লেগে গেল। আপনাদের দুআতেই হয়েছে আসলে। আপনাদের দুআর মতো করে আল্লাহ আমাকেও কবুল করে নিক।

পড়বার আগে কিছু কথা। এক, আমি কথাসাহিত্যিক নই। সে যোগ্যতাও আমার নেই, নিজেকে সাহিত্যে পারঙ্গম করার জন্য আমার কোনো চেষ্টাও নেই, সময়ও নেই। ডাবল স্ট্যান্ডার্ড-১ যারা পড়েছেন, তাঁরা জানেন আমার কমতি। আমার উদ্দেশ্য কিছু ছাড়া ছাড়া তথ্যকে কানেক্ট করে দেওয়া, যাতে পাঠকের সামনে পুরো একটা চিত্র ফুটে ওঠে। কিছু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, কিছু ইতিহাস, কিছু রাজনীতি একসাথে গেঁথে দিলে আমাদের বৃটিশবিধৌত মগজে সহজপাচ্য হয় শাশ্বত দ্বীন ইসলামের আহকামের বাস্তবতা ও সৌন্দর্যগুলো। আমি সেই কাজটাই করি কেবল। দেওয়াল গাঁথার সিমেন্ট হিসেবে কিছু দৃশ্যপট, কিছু চরিত্র, ডায়লগ ব্যবহার করি, ব্যস এটুকুই। এখন এর মধ্যে যদি কেউ রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প বা হুমায়ুন আহমদের ভাষাশৈলী খুঁজতে যান,

তাকে নিঃসন্দেহে হতাশ হতে হবে। ইসলামি কথাসাহিত্যের স্বাদ পেতে উস্তায আতীক উল্লাহ, সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর সাহেব ও আবদুল্লাহ মাহমুদ নজীব ভাইয়ের লেখা পড়ার সাজেশন রইল।

আরও সীমাবদ্ধতা আছে। সাহিত্যে বা ছোটোগল্পে ছোট্ট একটা ঘটনা বা উপজীব্যকে বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করে ভাষার কারুকাজ দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়, চরিত্রগুলোর মনোবিশ্লেষণ করা হয়, পরিবেশের চিত্রায়ন করা হয়, আবেগের চিত্রায়ন করা হয়। যেটা তথ্য-যুক্তি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সম্ভব না। তা হলে টানতে টানতে অনেক বড়ো হয়ে যাবে। সুতরাং উন্নত সাহিত্যরস আপনি এ বইয়ে পাবেন না, এ আমি আগেই বলে রাখলুম।

আমার উদ্দেশ্য মূল চরিত্রের মাধ্যমে আপনাকে ইনফরমেশন দেওয়া, আমার যুক্তিগুলো আপনাকে দেওয়া। তাই মূল চরিত্রকে বেশি কথা বলতে হবে। আর সামনে উপবিষ্ট চরিত্রকে কম কথা বলতে হবে। দুজনই সমান অ্যাটাক-কাউন্টার অ্যাটাকে গেলে তো কথাই ফুরোবে না। গল্পও শেষ হবে না, আমার কথাও আপনাকে বলা হবে না। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই মূল চরিত্র ডোমিনেট করবে ডায়লগে, যা বাস্তবে হয় না। পাঠককে বাস্তবের ফিলিংস দেওয়া আমার উদ্দেশ্য না। আমার উদ্দেশ্য জাস্ট ইনফরমেশন আর আর্গুমেন্টগুলো আপনাকে জানানো। এজন্য প্রবন্ধ লেখাই সবচেয়ে ভালো ছিল। কিন্তু প্রবন্ধের চেয়ে গল্পসল্প আমাদের বেশি পছন্দ, তাই গল্পের ঢঙটাকেই বেছে নিয়েছি। ফলে সমস্যা যেটা হয়েছে, ডায়লগে সব তথ্য দেওয়া যায় না, অংকের পরিসংখ্যান তো না-ই। খুব বেমানান লাগে যদি কেউ মুখস্থ ডিজিট বলতে থাকে। তাই ডায়লগকে স্পষ্ট করার জন্য আমাকে আশ্রয় নিতে হয়েছে 'পরিশিষ্ট' অধ্যায়ের। পাঠককে অনুরোধ, অবশ্যই যথাস্থানে পরিশিষ্টটা পড়ে নেবেন। গল্পের ফ্লো নষ্ট হয় হোক, জরুরি না। জরুরি হলো টপিকটা বোঝা। পড়ার সময় শুধু একটু নাটকীয়তার সাথে পড়ে নেবেন, সাহিত্যের বসবাস তো আমাদের মনে।

আর টপিকগুলো পরস্পর কানেক্টেড, একটা আরেকটার সাথে জড়ানো। নারীমুক্তির আলোচনায় নারীশিক্ষা এসে পড়ে, আবার নারীর ক্ষমতায়নের মধ্যে এসে পড়ে সমানাধিকার। ফলে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই হয়তো হাতেগোনা কিছু আলোচনা রিপিট হয়েছে। তবে এই বার বার উল্লেখের প্রয়োজন পাঠক নিজেই ডায়লগের পিঠে পিঠে অনুভব করবেন আশা করি। আর প্রতিটা টপিকের ইতিহাস আর দর্শন তো একটাই। নতুন নতুন পার্শ্বচরিত্র আসায় ইতিহাস আর দর্শনের খেই ধরে বার বার টানতে হয়েছে। এটা উপকারীই হবে আর প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় বিরক্তি আসবে না,

আশা করি। আবার এটাও দেখবেন যে, এক অধ্যায় পড়ার পর যে প্রশ্নগুলো আপনার মনে আসছে, পরের কোনো অধ্যায়ে জবাবটা এসেছে। পুরো বই শেষ করার পর একটা সামগ্রিক চিত্র সামনে এসেছে। যদি আসে, আমি সার্থক। যদি কোনোভাবে দ্বিতীয়বার পড়া যায়, সব ফকফকা, ঝলমলে রোদ্দুর।

আমি মুসলিম পুরুষদের দোষ দিই। কেন দিই সেটা বইটা পড়লে বোঝা যাবে। এখানে ছোট্ট করে একটু বলে নিই। এই উপমহাদেশে ইসলাম আসার পর আমরা নিম্নবর্ণের হিন্দুরা তার ছায়াতলে এসেছি। বিশাল হিন্দু জনগোষ্ঠীর মাঝে মুষ্টিমেয় মুসলিম ব্যক্তিজীবনে ইসলামকে ধারণ করেছি ঠিকই, কিন্তু পারিবারিক-জীবন, সমাজ-জীবনে হিন্দুয়ানি স্বভাব ছাড়তে পারিনি। বরং বংশ-পরম্পরায় সেই মানসিকতা বয়ে চলেছি, শিখিয়েছি সন্তানদের। প্রজন্মে প্রজন্মে আমাদের বিধবারা বাকি জীবন সাদা শাড়ি পরেছে, নবজাত কন্যা-সন্তানকে নীচু নজরে দেখা হয়েছে, পণের নাম হয়েছে যৌতুক, শ্রাদ্ধের নাম হয়েছে কুলখানি-চল্লিশা, প্রতিমাপূজার জায়গা নিয়েছে মাজার বা পঞ্চপীরের। আমি একে বলি 'হিন্দুয়ানি ইসলাম'। যার যাঁতাকলে পিষ্ট হয়েছে আমাদের মেয়েরা। ইসলাম যে মর্যাদার, প্রশান্তির, আরামের আর সার্থকতার জীবন নারীকে দিয়েছিল, আমাদের হিন্দুয়ানি মুসলিম সমাজ তা আমাদের নারীদের দিতে পারেনি, মানে দেয়নি আর কি। পশ্চিমা সমাজ কিন্তু নারীবাদের ঝলমলে সোনার খাঁচা ঠিকই তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে। আমরা আমাদের নিজ ঘরের মেয়েদের কাছে ইসলামের মুক্তির ডাক পৌঁছতে পারিনি। আফসোস! ইসলাম সম্পর্কে, ইসলাম যে-জীবন তাদের দিয়েছে তা সম্পর্কে আমাদের মেয়েদের জানাশোনা ভয়ংকর রকম কম। ভার্সিটিতে যান, সেখানে ১০০ জন মেয়ের সাথে যদি আপনি ১০ মিনিট করে কথা বলেন ইসলামে নারীর অবস্থানের ব্যাপারে, ৯৫ জনের মাঝে কোনো-না-কোনো পয়েন্টে বিভিন্ন মাত্রার ইরতিদাদ (ইসলাম ত্যাগ) দেখতে পাবেন। দেখবেন কোনো একটা টপিকে হয় কুরআনের আয়াতকে, না হয় স্পষ্ট কোনো হাদীসকে সে হয় অস্বীকার করছে, না হয় এ-যুগে অচল বলে মন্তব্য করছে। ইসলামকে পুরুষতান্ত্রিক ও সেকেলে, আর পশ্চিমা সভ্যতাকে আধুনিক ও নারীবান্ধব বলে মনে করছে। খুব স্বাভাবিক। সে ঘরে তার মায়ের নিগৃহীত জীবন আর টিভিতে পশ্চিমের বাঁধনহারা জীবন দেখতে দেখতে বড়ো হয়েছে। তুলনা করেছে। দুটোর কারণই তো আমরা পুরুষরা। মোদ্দা কথা হলো আমরা পারিনি এবং করিনি। ফল হিসেবে চোখ ধাঁধানো শিশিরবিন্দুতে ধোঁকা খেয়ে পশ্চিমা মাকড়সার জালে ঝাঁকে ঝাঁকে ছটফট করছে আমাদের প্রজাপতিরা।

সেই 'পুরুষজাতিগত-অপরাধবোধ' থেকে বইটা লেখা। আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি পশ্চিমা সমাজের সাথে ইসলামের আদর্শিক দ্বন্দ্বটা কোথায়, কেন সবাই পশ্চিমের সাথে একাকার হতে পারছে, আর ইসলাম পারছে না। আমি দেখাতে চেয়েছি ইসলামের ব্যবহারিক প্রয়োগটা কেমন ছিল। পশ্চিমা আদর্শের ইতিহাস আর ইসলামের ইতিহাসের একটা তুলনামূলক চিত্র পাঠক পাবেন। আরও অনেক কিছুই বলার ছিল, ভাবানোর ছিল। সামনে ইন শা আল্লাহ ডাবল স্ট্যান্ডার্ড-৩ এর জন্য বেশি অপেক্ষা করাব না আপনাদের।

আপনাদের কাছে আরজ, পশ্চিমের করাল গ্রাস থেকে আমাদের মেয়েদের বাঁচাতে বইটা আপনার আশপাশের সর্বোচ্চ সংখ্যক বোনদের পড়াবেন। মহিলা কলেজ, মহিলা মাদরাসা, গার্লস স্কুলের ইসলামিয়াতের টিচারকে একটা করে হাদিয়া দিবেন। যাতে তাঁরা ক্লাসে এই বই থেকে কিছু কিছু আলোচনা করেন। নিজেও বইয়ের সিলেক্টেড অংশ নোট করে আড্ডায়-গল্পগুজবে শেয়ার করবেন, পারলে কিছু মুখস্থ করে ফেলবেন। ইসলাম সম্পর্কে আমাদের মেয়েদের ভুল ধারণার অপনোদন করতে হবে। আর সব ধরনের খণ্ডন হওয়া দরকার মূল কাঠামোতে গিয়ে, উপর উপর দিয়ে আর কত। উপরের গুলো খণ্ডাতে গিয়ে পশ্চিমা কাঠামোর সামনে নিজেদের লজিক্যাল প্রমাণের চেষ্টা হীনম্মন্যতার পরিচয়। বরং খণ্ডন করতে হবে ভোগবাদী মুনাফার কাঙাল পশ্চিমা কাঠামোকে। কেন আমাকে পরম ধ্রুব ধরে নিতে হবে পশ্চিমা মূল্যবোধ ও আধুনিকতার ধারণাকে। তারা উন্নত বলে? উন্নত তো তারা এসব মূল্যবোধ আর আধুনিকতা দিয়ে হয়নি। উন্নত হয়েছে আমাদেরই রক্ত চুষে উপনিবেশী আমলে। তবে কেন সব বিসর্জন দিয়ে তাদের মতো হবার চেষ্টা?

একটা বইয়ে অনেকের অবদান থাকে। আমি নিজের সীমাবদ্ধতা জানি। বইটা আমার বাবা-মা-ভাই-বোন-স্ত্রী পড়েছেন, যেখানে যে কথা বোঝাতে পারিনি, বা সহজ করে বলা দরকার ছিল, সেগুলো তাঁরা ধরিয়ে দিয়েছেন। সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি,যারা অভ্যস্ত পড়ুয়া-পাঠক নন, তাঁদেরও যেন বুঝতে সমস্যা না হয়। আমাদের দ্বীন প্রয়োগ হলে সমাজ-রাষ্ট্রের চিত্রটা কেমন হবে—তা বহু বছর ধরে আমাদের সামনে নেই। সেই হীনম্মন্যতা কাটাতে ইসলামের স্বর্ণযুগ ও ইসলামি সভ্যতাকে তুলে এনেছি এক এক পাতায়, দেখুন আমাদের দ্বীন আমাদের কী দিয়েছিল। সেই সাথে এটাও মাথায় রাখতে হয়েছে শারীআর মেজাজ ও বিধান যেন বিকৃত না হয়, কেউ যেন 'আম্মাজান আইশা উট চালিয়েছেন বলে, এখন মেয়েদের মোটরবাইক চালাতে দিতে হবে' কিংবা 'মুসলিম সভ্যতায় বহু নারী শিক্ষকতা করেছেন, বলে ফ্রি-মিক্সিং সেক্যুলার বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন

শিক্ষকতা করা জায়েয'—এমনটা ভেবে না বসেন, সেদিকটাও লক্ষ রাখতে হয়েছে। সম্পাদক আসিফ আদনান ভাইয়ের আন্তরিক পরামর্শ ছাড়া এই চ্যালেঞ্জ নেওয়া আমার কম্মো ছিল না। ইফতেখার সিফাত ভাই-ও এ ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়েছেন। লাইন-ছাড়া হলে প্রিয় উস্তায আবদুল্লাহ আল-মাসউদ ধরে আবার ট্র্যাকে এনে দেবেন, এই ভরসা ছিল বলেই এগিয়েছি। আর সমর্পণের প্রকাশক রোকন ভাই তো ফেউয়ের মতো সাথে লেগেই ছিলেন, ঝিমিয়ে গেলেই হিম্মত দিতেন। কতবার যে বলেছি, ভাই হবে না আমার দ্বারা, বাদ দেন। বায়ানের প্রকাশক উস্তায ইসমাঈল ভাই খুব স্বপ্ন দেখাতে পারেন; স্বপ্নে স্বপ্নে কী যে লিখলাম, সে বিচার করেন আপনারা এবার।

পাতায় পাতায় লেখক হেসেছে, কেঁদেছে। আবেগ নাকি আবেগকে গিয়ে ছোঁয় শুনেছি। তাই যদি হয়, তবে হাসার জন্য আর কাঁদার জন্য তৈরি হোন। আল্লাহ আমাদের অন্তরকে ভিজিয়ে দিন, ভিজামাটিতে প্রোথিত হোক প্রতিটি দীর্ঘশ্বাস, সেই বীজ থেকে জন্ম নিক লক্ষ লক্ষ দীর্ঘশ্বাস। লক্ষ দীর্ঘশ্বাসের মিলিত টাইফুন সইবার ক্ষমতা জালেম কাঠামোর নেই।

বান্দা শামসুল আরেফীন
তাং ০১/০২/২০২০

পরিশিষ্ট

১

ভারতে আসার আগে ইংল্যান্ড

সপ্তদশ শতকের শুরুতে ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক হালত কেমন ছিল, তা সম্পর্কে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক James Mill বলেছেন : 'ইংরেজদের দেশ সরকারের ব্যর্থতা আর গৃহযুদ্ধে জর্জরিত ছিল। এতটাই যে, বাণিজ্য প্রসার ও সুরক্ষা জন্য পুঁজিই ছিল না তাদের। ওলন্দাজদের সাথে চলত এক অসম প্রতিযোগিতা'। [৩৭৬]

ইংরেজ আসার আগে ভারত

সম্রাট আওরঙ্গজেব (রহ.) এর সময়ে ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে চীনকে পিছনে ফেলে ভারতবর্ষ পৃথিবীর বৃহত্তম অর্থনীতিতে (World's Largest Economy) পরিণত হয়, যার মূল্যমান ছিল প্রায় ৯০ বিলিয়ন ডলার। এর জিডিপি ছিল সে সময়ের সমগ্র বিশ্বের ৪ ভাগের ১ ভাগ। [৩৭৭]

ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের কারণ

➠ William Digby নামের এক ব্রিটিশ ঐতিহাসিক-কাম-রাজনীতিবিদ লিখেছেন:

> 'পলাশির যুদ্ধের পর বাঙলার সম্পদ স্রোতের মতো এসে জমা হতে থাকে লন্ডনে। ১৭৬০ সালের আগে যেখানে শিল্পকারখানার নাম-গন্ধও ছিল না, সেখানে হাজার হাজার শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।'[৩৭৮]

➠ লর্ড মেকলে লিখেছেন (Lajpat Rai, 1928):

> 'ইংল্যান্ডে সম্পদ আসত সমুদ্রপথে। ওয়াট ও অন্যান্যদের আবিষ্কৃত যন্ত্রগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে ইংল্যান্ডের যেটুকু কমতি ছিল, ইন্ডিয়া সেটুকু

---

[৩৭৬] James Mill এর বরাতে *Unhappy India*, Lala Lajpat Rai, 1928 : p.322

[৩৭৭] Angus Maddison, *The World Economy*, OECD Publishing (2003), page: 261

[৩৭৮] Sir William Digby, '*Prosperous' British India*, ১৯০১

সরবরাহ করেছে। ইংল্যান্ডের পুঁজি বহুগুণে বাড়িয়েছে ভারতীয় সম্পদের প্রবেশ।... শিল্পবিপ্লব, যার উপর ভিত্তি করে ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সম্ভব হয়েছিল কেবলমাত্র ইন্ডিয়ার সম্পদের কারণে। যা লোন ছিল না, এমনিতেই নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তা নাহলে স্টীম ইনজিন ও যন্ত্রশিল্প পড়েই থাকত ইংল্যান্ডের। ইংল্যান্ডের উন্নতি মানে ভারতের লোকসান—এমনই লোকসান, যা ভারতে শিল্পকে ফাঁকা করে দিয়েছিল, কৃষিকে স্থবির করে দিয়েছিল। যে-কোনো দেশ যদি এইভাবে পাচার করা হয়, সে ধনী-সম্পদশালী হলেও নিঃস্ব হয়ে যাবে।'

তকতকে ইংল্যাণ্ডের রহস্য

➠ Sir William Digby লিখেছেন (Digby, 1901):

১৯০০ পর্যন্ত ভারত থেকে আইনগতভাবেই (আইন বানিয়ে) আমরা নিয়েছি ৬,০৮০ মিলিয়ন পাউন্ড (৬০৮০,০০০,০০০ পাউন্ড)।

➠ ব্রিটিশদের সব যুদ্ধের খরচের দায়ও চাপত ইন্ডিয়ার উপর। ১৭৯২ সালে ৭ মিলিয়ন পাউণ্ড। ১৮৩৫ সালে ৪৪ মিলিয়ন, ১৮৫০ সালে ৫৫ মিলিয়ন। ১৮৬০ সালে ১০০ মিলিয়ন। ১৯১৩ সালে ৩০০ মিলিয়ন পাউণ্ড মিটিয়েছে বছরে ৫ পাউণ্ড উপার্জন করা মানুষগুলো। [৩৭৯]

➠ Mr. A. J. Wilson মার্চ ১৮৮৪ এর Fortnightly Review ম্যাগাজিনে লিখেন:

ভারতীয়দের বছরে মাথাপিছু আয়ই সর্বোচ্চ ৫ পাউন্ড। সেখানে প্রতিবছর আমরা কোনো-না-কোনো ভাবে ৩ কোটি পাউন্ড নিয়ে যাচ্ছি। মানে ৬০ লাখ গৃহকর্তার আয়। অর্থাৎ (প্রতি পরিবারে পোষ্য ৫ জন করে ধরলে) ৩ কোটি লোকের 'টিকে থাকার খরচ' (sustenance) নিয়ে যাচ্ছি। মোটের উপর ইন্ডিয়ার টোটাল সম্পদের ১০ ভাগের ১ ভাগ করে আমরা প্রতি বছরে নিচ্ছি।

➠ ইতিহাসবিদ মন্টোগোমারি মার্টিন ১৮৩৮ সালে লিখেছিলেন (Lajpat Rai, 1928):

এভাবে লাগাতার আর চক্রবৃদ্ধি আকারে সম্পদ পাচার হতে থাকলে, ইংল্যান্ড হতদরিদ্র হয়ে যেত। যেখানে ইন্ডিয়াতে একজন শ্রমিকের দৈনিক আয় ২-৩ পেনি, সেখানে তা হলে ভারতের কী অবস্থা হবে?

কী হয়েছিল ভারতে

[৩৭৯] Mr. R.C. Dutta, *India in the Victorian Age.*

➡ ১৮৬০-১৯১০ পর্যন্ত ৫০ বছরে ৩ কোটি ভারতীয় মরেছে জাস্ট 'না খেয়ে', বলেছেন লেবার পার্টির প্রতিষ্ঠাতা জেমস কেয়ার হার্ডি। না খেয়ে মরা মানে তো আবার আপনারা বোঝেন না। তারা তো আবার আপনাদের মধ্য আয়ের দেশ বলে দিয়েছে।

➡ ১৮০১ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত ১০০ বছরে ৩১ টা মন্বন্তরে মরেছে ৪ কোটি ১০ লাখ মানুষ—'না খেয়ে'। [৩৮০]

২

জীবনের মান হিসেব করার জন্য GDP ব্যবহারের অসুবিধা :[৩৮১]

এটা এবং এ থেকে আর যা যা পদ্ধতি বের করা হয়েছে (real GDP, per capita GDP, and per capita real GDP) সবই অসম্পূর্ণ। কেননা বহু উৎপাদন রয়েছে, যা এর হিসেবে আসে না।

দেশের দেশের আয়-উৎপাদন নির্ণয়ে উপকারী হলেও 'জীবনমান' হিসাবের জন্য এটা পারফেক্ট না। জীবনমান মানে মানুষের জীবনের পরিপূর্ণতা। কেবল উৎপাদনই পরিপূর্ণতা দেয় না, জীবনকে পরিপূর্ণ করে তোলে এমন বহু জিনিস এই হিসাবে আসে না—অবসর, পরিবেশ, সুস্বাস্থ্য। টেক্সটবইগুলোতে সাধারণত GDP-র ৫টা সমস্যার কথা বলা হয় : [৩৮২]

১. ভালো-মন্দ সবই GDP-র হিসাবে উৎপাদন হিসাবে আসে। ধরেন, একটা ভূমিকম্প হলো, সবকিছু ধসে গেল, সেগুলো আবার পুনঃনির্মাণ করা হচ্ছে, GDP কিন্তু বাড়ছে। কেউ অসুস্থ হয়ে চিকিৎসা করাচ্ছে, তাও GDP বাড়ছে। কিন্তু এটা তো উন্নতি হলো না। একটা ভূমিকম্প বা মহামারী তো উন্নতি না। উন্নতি না, কিন্তু GDP বাড়ছে। কী একটা ব্যাপার দেখেন।

---

[৩৮০] Sir William Digby, *'Prosperous' British India,* 1901

[৩৮১] JOHN BUCK (August 24, 2008), *Limitations of Using GDP as a Measure of Quality of Life,* Economic Perspectives

[৩৮২] Mark Thoma (January 27, 2016), *Why GDP fails as a measure of well-being,* CBC News

২. অবসর সময়টা GDP-র সাথে যায় না। ধরেন, একটা দেশে মানুষ দিনে ১২ ঘণ্টা করে কাজ করে, সপ্তাহে ৭ দিনই করে। GDP বাড়ছে রকেটের গতিতে। কিন্তু মানুষ কি ভালো আছে? একই জিডিপির আরেক দেশে মনে করেন, লোকে মদিনে ৮ ঘণ্টা কাজ করে। কোনো দেশে সেটেল হবার চিন্তা করবেন আপনি?

৩. GDP-তে কেবল বৈধ মার্কেটে যা তৈরি ও বিক্রি হয়, সেটুকুই আসে। যেসব উৎপাদনের বাজার-মূল্য (market transaction) হয়না, সেগুলো এই GDP-র অন্তর্ভুক্ত নয়। তার মানে ঘরে তৈরি এবং কালোবাজারে বেচাকেনা হয় যেসব পণ্য বা সেবা, তা হিসেবে আসবে না। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে অধিকাংশ দ্রব্য ঘরে উৎপাদন হয়, ঘরেই ভোগ করা হয়; কিংবা বিনিময়ের মাধ্যমে বেচাকেনা হয়, সেগুলো হিসেবের বাইরে থাকে।

GDP-তে আসে	GDP-তে আসে না
আঙিনার ঘাস কাটার জন্য একজন লোক যদি ভাড়া করেন	যদি নিজে কাটেন
বাচ্চাকে 'ডে-কেয়ার সেন্টারে' রেখে এলে	বাচ্চাকে নিজে লালন পালন করলে
ঘরের পানির লাইন ঠিক করার লোক ডাকলে	নিজে ঠিক করলে
রেস্টুরেন্টে ডিনারে গেলে	ঘরে রেঁধে খেলে

৪. সম্পদের সুষম বণ্টন হচ্ছে কি না, তাও GDP-র মাথা ঘামানোর বিষয় না। ধরেন, একদেশে রাজাই ৯০% পণ্যের মালিক, বাকি মালিকানা জনগণের। আরেক দেশে মোটামুটি ভালো বণ্টন হচ্ছে। কিন্তু হিসেবের সময় মাথাপিছু GDP আসবে সমান। কিন্তু দুই দেশের জীবনমান কি এক?

৫. পরিবেশ দূষণের খেসারত হিসেবেই নেই। একই GDP-র দুই দেশে বায়ুদূষণ পানিদূষণ আছে, আরেক দেশে নেই। কিন্তু দুটোতেই নাকি জীবনের মান সমান?

IMF-এর প্রধান Christine Lagarde, নোবেল-বিজয়ী অর্থনীতিবিদ Joseph Stiglitz এবং MIT-র প্রফেসর Erik Brynjolfsson সম্প্রতি World Economic Forum in Davos, Switzerland-এ মতপ্রকাশ করেন: আমাদের অর্থনীতির অবস্থা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে GDP অত্যন্ত দুর্বল একটা পদ্ধতি, নতুন কিছু খোঁজা উচিত।

৩

যে রাস্তাগুলো দিয়ে রিযিক আল্লাহ পৌঁছান তা হলো :

১. সালাত বা নামাজ :

> আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে **নামাজের আদেশ দিন এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোনো রিযিক চাই না। আমি আপনাকে রিযিক দিই** এবং আল্লাহ ভীরুতার পরিণাম শুভ। [সুরা ত্বা-হা ২০: ১৩২]

২. তাকওয়া বা স্রষ্টানুভূতি : মানে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার জন্য ইসলামের বিধি বিধান শক্তভাবে মেনে চলা।

> ... এতদ্দ্বারা যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিস্কৃতির পথ করে দেবেন। এবং তাকে **তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দেবেন।** যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন। [সূরা তালাক : ২-৩]

৩. **তাওয়াক্কুল** : অর্থাৎ আল্লাহর উপর আস্থা-ভরসা-নির্ভর করা। উমার ইবনুল খাত্তাব রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

> **"তোমরা যদি সঠিকভাবে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে তবে তিনি তোমাদেরকে রিযিক দান করতেন—যেমন পাখিকে রিযিক দান করে থাকেন**—তারা খালি পেটে সকালে বের হয় এবং পেট ভর্তি হয়ে রাতে ফিরে আসে।" [আহমাদ, তিরমিযি, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ্]

৪. **ইস্তিগফার** : বারবার নিজেকে আল্লাহর কাছে সঁপে দিয়ে ক্ষমা চাওয়া। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

> "যে ব্যক্তি **বেশি বেশি ইস্তেগফার করবে,** আল্লাহ তার সব সংকট থেকে

উত্তরণের পথ বের করে দেবেন, সব দুশ্চিন্তা মিটিয়ে দেবেন এবং **অকল্পনীয় উৎস থেকে তার রিজিকের ব্যবস্থা** করে দেবেন।" [বায়হাকি : ৬৩৬, হাকিম, মুস্তাদরাক : ৭৬৭৭ সহীহ সূত্রে বর্ণিত]

৫. কামাইয়ের চেষ্টা :

অতঃপর নামাজ সমাপ্ত হলে তোমরা **পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো** ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও। [সুরা জুমুআ : ১০]

৬. আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা : আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেছেন:

"যে ব্যক্তি কামনা করে যে, তার **রিযিক প্রশস্ত করে দেওয়া হোক এবং তার আয়ু দীর্ঘ করা হোক, তা হলে সে যেন তার আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখে।"** [বুখারি : ৫৯৮৫, মুসলিম : ৪৬৩৯]

৭. বিবাহ করা :

তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। [সূরা নূর : ৩২]

৩ প্রকার লোককে সাহায্য সহায়তা করা আল্লাহর উপর হক—আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ, মুকাতাব গোলাম, আর যে নিজের চরিত্র রক্ষার জন্য বিবাহ করে। [তিরমিযি : ১৬৫৫, হাসান]

নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : 'নারীদের বিবাহ করো, নিশ্চয়ই তারা সম্পদ নিয়ে আসে।' [মুসান্নাফে ইবনু আবী শাইবা : ১৬১৬১, মুরসাল, নির্ভরযোগ্য]

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : বিবাহের দ্বারা রিযিক তালাশ করো। [দাইলামি, দুর্বল সনদ]

উমার রা. বলেন : আমি ঐ লোকের প্রতি আশ্চর্য হই—যে বিবাহের দ্বারা রিযিক

খুঁজে নেয় না, যখন আল্লাহ তাআলা বলেছেন ... (উপরের আয়াত)। [মুসান্নাফ, আবদুর রাজ্জাক]

এতগুলান দোকান বন্ধ করে, একটাই দিনরাত খোলা রাখি আমরা। আমাদের অভাব দূর হবেটা কীভাবে?

৪

মাকাসেদে শারীআ (শরীয়াহর উদ্দেশ্য)

১. **আকল বা যুক্তি-বিবেক** নিশ্চিত করা : মদ নিষেধ, নেশাদ্রব্য নিষেধ। আল্লাহকে চেনার জন্য মাথা খাটানোর আদেশ, খাবার খাওয়ার আদেশ। ক্ষুধার্ত অবস্থায় নামাজ বা বিচারকার্যে যেতে না করা আছে।

২. **জীবনের** সুরক্ষা : জীবিকা তালাশের হুকুম। খাদ্য-পানীয়-লাইফস্টাইল সম্পর্কিত সুন্নাহগুলো তো পুরাই আমাদের প্রিভেনটিভ মেডিসিন। খুনের সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান আছে, আত্মহত্যা মহাপাপ, অসুস্থ হলে চিকিৎসা নেওয়া।

৩. **প্রজন্ম** নিশ্চিত করা : বিবাহের বিধান, ব্যভিচার করলে শাস্তি, গর্ভপাত ও বন্ধ্যাকরণে নিষেধাজ্ঞা, সন্তান পালনের নিয়মনীতি ও সুশিক্ষা দান।

৪. **সম্পদ** : ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেনের নিয়ম আছে। প্রতারণা-চুরি-ডাকাতির শাস্তি আছে। যাকাতের আদেশ।

৫. **দ্বীন** নিশ্চিত করা : যে সিস্টেমের দ্বারা এগুলো নিশ্চিত করা হবে সেই কল্যাণ-নিশ্চিতকারী সিস্টেমটাকে এবং আমাদের আসল জীবন 'পরকাল' নিশ্চিত করা। মুরতাদের মৃত্যুদণ্ড। হদ আইন। দাওয়াত ও জিহাদের বিধান।

৫

[ক]

২০০৫ সালের নভেম্বর মাসের ১২ তারিখ। Marina Del Rey Marriott Hotel-এ

চলছে NARTH (National Association for Research & Therapy of Homosexuality) এর কনফারেন্স। প্রায় শতাধিক মনোচিকিৎসকের সামনে American Psychological Association (APA)-এর সাবেক প্রেসিডেন্ট Nicholas Cummings, Ph.D. উচ্চারণ করলেন কিছু অপ্রিয় সত্য।

- সমাজকর্মীরা American Psychological Association-কে বাধ্য করছে তাদের হয়ে কথা বলতে। এমন সামাজিক অবস্থান নিতে জোর করছে, যার পক্ষে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই।
- তখনই APA কোনো রিসার্চ পরিচালনা করে, যখন তারা জানে যে রেজাল্ট কী হবে। সম্ভাব্য যে ফলাফল পক্ষে আসবে, তেমন রিসার্চই কেবল অনুমোদন দেওয়া হয়।
- যখন Cummings সাহেব ও আরেক মনোবিদ Rogers Wright, Ph.D একটা বই লিখছিলেন *Destructive Trends in Mental Health* নামে, তখন তারা আরও কিছু সহকর্মীর সাহায্য চান। তারা কেউই সাহায্য করেনি বরখাস্ত হবার ভয়ে কিংবা পদোন্নতি বঞ্চিত হবার ভয়ে। বেশি ভয় পেত তারা 'gay lobby' বা 'সমকাম সমর্থক'দেরকে, যারা APA-তে খুবই শক্তিশালী।
- সমকাম কর্মীদের এজেন্ডার অমত করলেই তাকে থামিয়ে দেওয়া হয় এ কথা বলে যে— 'সমকামীদের বিরোধিতা মানে কাপুরুষতা'।
- Cummings সাহেব তাঁর এক অভিজ্ঞতার কথা বলেন : তদকালীন APA-র প্রেসিডেন্ট, যিনি আবার ছিলেন লেসবিয়ান, আমার বক্তব্য থামিয়ে দিয়েছিলেন, কথাই বলতে দেননি এ কথা বলে যে, আপনি স্ট্রেইট পুরুষ আর আমি লেসবিয়ান নারী। আপনার সাথে আমি কোনো বিষয়েই একমত হতে পারব না। অথচ পুরো হলের কেউ কোনো কথাই বলল না। এই নারী APA-এর একজন প্রখ্যাত গবেষক ও বহু অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত। পাঠক, তা হলেই বোঝেন কী গবেষণা হয়।
- APA সমকামীদের মনোচিকিৎসা করে তাদের স্বাভাবিক যৌনতায় ফিরিয়ে আনাকে 'অনৈতিক' ঘোষণা করার দ্বারপ্রান্তে। তা হলে ব্যক্তিস্বাধীনতা কি একমুখেই চলবে?

[খ]

আরেকজন মনোচিকিৎসক Jeffrey Satinover, M.D. একই অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন, সমকামকর্মীদের দ্বারা মানসিক-স্বাস্থ্য-সংগঠনগুলো ইউজড হচ্ছে। এরা

রিসার্চের রেজাল্টকে নিজেদের স্বার্থে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে নিচ্ছে। বিজ্ঞানের এই বিকৃতি এতই ব্যাপক, যে তা আমাদের কল্পনার বাইরে। তিনি আরও বলেন, দেখেন, কারা APA-র প্রতিনিধিত্ব করে। সমকাম মনোবিদ Gregory Herek, Ph.D. লেখেন বিখ্যাত Romer v. Evans কেসের ব্রিফিং APA-র পক্ষে। আমেরিকার 'জেন্ডার পরিচয়' আইনে এই কেস অন্যতম ভিত্তি। তিনি সেখানে জেন্ডার পরিচয় এক্সপার্ট হিসেবে ২ জনের নাম বলেন।

- John Money, Ph.D. যিনি ডাচ শিশুকাম জার্নাল PAIDIKA-তে সাক্ষাতকার দেন : বয়স্ক পুরুষ আর ছোটো বালকের যৌন-সহবাস গঠনমূলক হতে পারে, যদি উভয়ের সম্মতি থাকে।
- John de Cecco, Ph.D. শিশুকাম জার্নাল PAIDIKA-র একজন সম্পাদক। এবং Journal of Homosexuality-তে বয়স্ক পুরুষ আর ছোটো বালকের যৌন-সহবাস (man-boy sexual contact) কে আখ্যায়িত করেন 'দুই প্রজন্মের কাছে আসা' হিসেবে।

পাঠক, এঁরা আমাদের জন্য বিজ্ঞান বানায়। APA-র আলোচনা এজন্য করা হলো, কারণ সমকাম ও নারীবাদের অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয় এবং প্রকাশিত হয় American Psychological Association-এর ব্যানারে। এবং এগুলোকে বিনাপ্রশ্নে মেনে নেয় পুরো দুনিয়া। সেখানে অবস্থা এই। [৩৮৩]

[গ]

ইদানীং আমরা যে IQ টেস্ট করি সেই পদ্ধতিটি ১৯৫০-এর দশকে Dr. D Wechsler-এর বানানো। শুরুতে তিনি পেলেন, ৩০-এরও বেশি টেস্ট নারী-পুরুষের মাঝে 'একজনের' পক্ষে 'বৈষম্য' করছে। যেন, টেস্টেরই দোষ, সে কেন একই রেজাল্ট দিচ্ছে না। কেন দুই লিঙ্গ দুই রকম পারফর্ম করবে? উভয়ে তো সমান। অতএব, টেস্টই ঠিক নেই। বুইঝেন ব্যাপারটা।

পারফর্মেন্স গ্যাপ যেগুলোতে বেশি, সেই টেস্টগুলো বাদ দিয়ে দিলেন Wechsler সাহেব। 'সমস্যা'টা সমাধান করা দরকার। এরপরও যখন দুই লিঙ্গকে সমান দেখানো যাচ্ছে না, তখন যেটা করা হলো : কিছু টেস্ট রাখা হলো যেগুলোতে পুরুষ ভালো করে, নারী খারাপ করে। আর কিছু টেস্ট রাখা হলো, যেগুলোতে নারীরা ভালো করে,

[৩৮৩] https://www.josephnicolosi.com/collection/psych-association-loses-credibility-say-insiders

পুরুষ খারাপ করে। পুরোটাকে বলা হলো 'IQ টেস্ট'; এবং 'নারী-পুরুষ' আইকিউ সমান।

এই হলো বিজ্ঞানের অবস্থা। যখন গবেষণার রেজাল্ট আপনার পছন্দ হচ্ছে না, মনোমতো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে আপনি প্রাপ্ত ডেটাগুলো এদিক-সেদিক করে নিচ্ছেন। উদাহরণ যেন, অলিম্পিকে কোনো পোলভোল্ট ইভেন্টে কয়েকজন অ্যাথলেটকে আপনি ওজনের বাটখারা বেঁধে দিচ্ছেন। আর কয়েকজনকে পোলের উচ্চতা কমিয়ে দিচ্ছেন। যাতে 'সত্য'টা প্রমাণিত হয় যে, শক্তি আর দ্রুততা যাই হোক, সৃষ্টিগতভাবে সব পোলভল্টারই সমান। (all the pole-vaulters, regardless of their prowess and agility, are created equal)[৩৮৪]

[ঙ]

বাচ্চার ১ম বছরে যেসব মায়েরা জবে থাকে ফুলটাইম, সেসব বাচ্চার ৩ বছর, ৪ বছর ও গ্রেড-১ এ বুদ্ধিবৃত্তিক গ্রোথ তুলনামূলক কম। এবং এসব মায়েদের ডিপ্রেশন হবার হার 'বেকার' মায়েদের চেয়ে বেশি। ১৯৮৬, ১৯৮৮ ও ১৯৯০ সালে পর পর ৩ টি রিসার্চের ফলাফলের উপর University of London-এর প্রোফেসর Jay Belsky সিদ্ধান্তে আসেন:

> "মানে হল: ছোটবয়েস থেকে দীর্ঘসময় বাচ্চাকে মা ছাড়া অন্য কারও কাছে রেখে পাললে (early and extensive nonmaternal care), পরবর্তীতে পিতামাতার সাথে সন্তানের দূরত্ব বাড়ার সম্ভাবনা থাকে। সন্তানের ভিতরে রাগ-জেদ ইত্যাদি আগ্রাসী স্বভাব বৃদ্ধি পায়। বাচ্চা বয়সে, স্কুলে যাবার আগের বয়সে এবং প্রাথমিক ক্লাসগুলোতে কাঙ্ক্ষিত স্বাভাবিক বিকাশ হয় না (noncompliance)।

পুঁজিবাদী-নারীবাদী মতের বিরুদ্ধে হওয়ায় এরপর বেচারাকে ধুয়ে দেয়া হয়। তারপরও ২০০১ সালে Journal of Child Psychiatry and Psychology-তে তিনি নিজ মতের উপর অটল থাকেন। [৩৮৫]

এই জুয়াচুরির বহু উদাহরণ দেয়া যায়।

---

[৩৮৪] *Brainsex*, page 13, Anne Moir Phd. এবং David Jessel.

[৩৮৫] Belsky J. *Emanuel Miller lecture developmental risks (still) associated with early child care.* J Child Psychol Psychiatry. 2001 Oct;42(7):845-59.

Brooks-Gunn, J., Han, W. J., & Waldfogel, J. (2010). *First-Year Maternal Employment and Child Development in the First Seven Years.* Monographs of the Society for Research in Child Development, 75(2), 7–9.

৬

বাঙালি সংস্কৃতির নামে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন ধর্মীয় আচারকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার একটা প্রবণতা কারও কারও মধ্যে লক্ষণীয়। নাচ ও টিপ—এমনই দুটো আচার, যা সরাসরি দেবদেবীদের উপাসনা হিসেবে করা হত। 'টিপ'-কে হিন্দিতে বলা হয় 'বিন্দি', যা সংস্কৃত শব্দ 'বিন্দু' থেকে এসেছে।

- যা মূলত প্রাচীন হিন্দু প্রথা হলেও আজ ফ্যাশন হিসেবে এর ব্যবহার ব্যাপক। ঋগ্বেদ থেকে ৫০০০ বছর আগে এই প্রথার অস্তিত্ব জানা যায়।
- অনেকে 'লাল রঙের টিপ'-কে সম্পৃক্ত করেন পশুবলি অনুষ্ঠানের সাথে।
- তান্ত্রিক গূঢ়ার্থ মতে, ৬টি মৌলিক পয়েন্টের (ষড়চক্র) একটি হলো দুই ভ্রুর মাঝখানটা, যার নাম 'আজ্ঞা'। এখানে লাল 'বিন্দি' দেহের শক্তি ও মনোযোগ ধরে রাখে বলে তান্ত্রিক শাস্ত্র মনে করে।
- প্রাচীন আর্য সমাজে বর কনের কপালে একটা লম্বা 'তিলক' দিত, যার অপভ্রংশ হলো বর্তমান টিপ। বিবাহিতা নারীর 'শনাক্ত চিহ্ন' হলেও আজ অবিবাহিতরাও এটা ব্যবহার করে থাকে। প্রখ্যাত সব অভিধানও 'bindi'-র অর্থকে বিবাহিতা হিন্দু নারীদের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। (One of the most recognizable items in Hinduism is the bindi, a dot worn on women's foreheads.)[৩৮৬]

সুতরাং 'টিপ পরা' অবশ্যই কাফিরদের সাদৃশ্য ধারণের মধ্যে পড়ে, যা পোশাকের ক্ষেত্রে ইসলামের নীতির লঙ্ঘন। মুসলিম নারীদের অবশ্যই এই সাজ পরিহার করা ঈমানের দাবি।

৭

Glasgow Caledonian University-র Pamela Andrews এবং Teesside University-র Mark A Chen এর গবেষণায় কী এল। আমরা কারও মন্তব্য নেব না, সরাসরি রিসার্চ রেজাল্টগুলো নিয়ে কথা বলব। ৪৭৮ জন নারী ও পুরুষ দৌড়বিদের উপর গবেষণা

---

[৩৮৬] *Bindi: Investigating the True Meaning Behind the Hindu Forehead Dot* [www.ancient-origins.net]

হলো, ইনজুরি সহ্য করে নিজের দৌড় ক্যারিয়ার টিকিয়ে নেওয়ার মানসিক শক্তি কার কেমন দেখার জন্য (Andrews, 2014)। এখানে Mental Toughness মানে ৪ টা জিনিসের সমন্বয়কে ধরে নেওয়া হয়েছে (Golby,2007):

- দৃঢ়চিত্ততা (Determination),
- প্রতিশ্রুতির অনুভূতি এবং ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা (sense of commitment and dedication),
- আত্মবিশ্বাস (Self Belief) ও পজিটিভ দৃঢ়তা,
- পজিটিভ অনুভূতি আহরণ (Positive Cognition) মানে কাজে মনযোগ রাখা (thought control), উৎসাহ পাওয়া (energy), কাজে আনন্দ খুঁজে নেওয়া (enjoyment), কাজের প্রতি পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি রাখা (visualization)

মানে মানসিক শক্তি বলতে যা যা বোঝায় সব চলে এসেছে। এই দৌড়বিদদের উপরে রিসার্চ থেকে আমরা সকল ধরনের কাজে লিঙ্গভিত্তিক মানসিক পারফর্মেন্স এবং সমস্যা মোকাবেলার ধরন ও সমস্যা কাটিয়ে নিজের কাজ করে যাওয়ার প্রবণতার ব্যাপারে একটা আঁচ করে নিতে পারি। ফলাফল মেনে নেওয়ার জন্য তৈরি তো, প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে যাচ্ছে কিন্তু :

১. পুরুষের টোটাল এবং যৌথ মানসিক শক্তি নারীর চেয়ে বেশি।

২. পুরুষের আত্মবিশ্বাস ও কাজের প্রতি পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি নারীর চেয়ে বেশ অনেকটা বেশি (significantly higher)

৩. পুরুষ পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছে আরও বেশি করে কাজে লেগে থেকে (task orientated coping)। মানে কাজে লেগে থেকে উত্তোরণের চেষ্টা করেছে বেশিরভাগ ছেলে।

৪. বেশিরভাগ নারীরা কাজ থেকে দূরে থেকে বা একেবারে ছেড়ে দিয়ে (disengagement and resignation coping) পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছে বা উত্তোরণের চেষ্টা করেছে।

একই রেজাল্ট Panjab University-র গবেষণায় যা করা হয়েছিল ৩০ জন পুরুষ ও ৩৫ জন মহিলা জিমন্যাস্টের উপর। এখানেও এসেছে পুরুষদের মানসিক শক্তি বেশ অনেকটা বেশি (significantly higher scores) নারীদের চেয়ে (Dolly, 2017)। একইভাবে সাঁতারু, বক্সারদের ক্ষেত্রেও গবেষণা হয়ে একই রেজাল্ট এসেছে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, এগুলো তো খেলাধুলার বেলায়, খেলাধুলা তো নারীর

সেক্টর না। এই তো লাইনে এসেছেন। এবার আমি 'জেন্ডার কনসেপ্ট'কে প্রশ্ন করব। পুরুষের সেক্টর নারীর সেক্টর আবার কি? জেন্ডার কনসেপ্ট তো বলছে—সামাজিক কোনো ভূমিকাতেই নারী-পুরুষ নেই, সব সমান। হো হো, থাক এখন জবাব চাইনে। তবে হ্যাঁ, খেলাধুলা নেওয়া হয়েছে এইজন্য যে, খেলাধুলায় আউটপুট দেখা যায়, মাপা যায়। অফিসওয়ার্কে এই ইনডিভিজুয়াল আউটপুট মাপা অসম্ভবপ্রায়। দেখেন এটা পুরুষের সেক্টর আপনি বলতে পারেন না, কেননা এখানে শারীরিক আউটপুট মাপা হচ্ছে কিন্তু বিচার করা হচ্ছে না। বিচার করা হচ্ছে শারীরিক আউটপুট আনার জন্য তার মানসিক শক্তিটাকে। এই মানসিক শক্তিকে তুলনা করা হচ্ছে। শারীরিক আউটপুট তো তুলনাযোগ্যই না।

৮

কিছু শারীরিক, মানসিক ও আচরণগত লক্ষণ যা মাসিকের আগে এবং মাসিকের সময় দেখা দেয় যেটা সর্বোচ্চ হয় মাসিকের ৩-৭ দিন আগে, এবং মাসিক শুরুর সাথে সাথে ঠিক হয়ে যায়, এগুলোকে একসাথে বলে PMT [৩৮৭]. এই PMT-ই যখন বারবার হতে থাকে এবং এতটা হয় যাতে একজন নারীর স্বাভাবিক কিছু কিছু কাজেকর্মে অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায় তখন সেটাকে বলে Syndrome (PMS) [৩৮৮]. আর এত বেশি বেশি যখন হয় যে স্বাভাবিক জীবনযাত্রাই ব্যাহত হয়ে পড়ে, তখন সেটা হয়ে দাঁড়ায় Dysphoric Disorder (PMDD). এই সমস্যাটার ১৫০-এরও বেশি লক্ষণ আছে, যার মধ্যে বেশি পাওয়া যায় নিচেরগুলো :

পেট ফেঁপে থাকা (Abdominal bloating)	নিদ্রাহীনতা (Insomnia)
ব্রন (Acne)	খিটখিটে মেজাজ (Irritability)
উদ্‌বেগ, টেনশন (Anxiety)	গিরা ব্যথা (Joint pain)
কোমর ব্যথা (Back pain)	ম্যাজমেজে (Lethargy)
ক্ষুধামন্দা (Change in appetite)	কামশীতলতা (Low libido)

[৩৮৭] *Pre-menstrual tension,* Australian Unity.

[৩৮৮] *Integrative Medicine* (Fourth Edition), 2018

অলসতা (Clumsiness)	‘আমাকে দিয়ে কিছু হবে না’ (Low self-esteem)
কোষ্ঠকাঠিন্য (Constipation)	মেজাজ দ্রুত পরিবর্তন (Mood swings)
মন খারাপ (Depression)	ভীতসন্ত্রস্ত (Nervousness)
পাতলা দাস্ত (Diarrhea)	নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া (Social isolation)
টলমল লাগা (Dizziness)	চিনিপ্রিয়তা (Sugar cravings)
শরীরের সব শক্তি শেষ (Fatigue)	স্তনব্যথা (Tender breasts)
মাথাব্যথা (Headache)	শরীরে পানি জমা (Water retention)

৯

American College of Obstetricians and Gynecologists এর ACOG criteria: [৩৮৯]

[ক]

মাসিকের ৫ দিন আগে থেকে নিচের লক্ষণগুলোর এক বা একাধিক আগের ৩ মাস যাবৎ।

মানসিক	শারীরিক
• ডিপ্রেশান (Depression) • রাগে ফেটে পড়া (angry outburst) • খিটখিটে মেজাজ (irritability) • উদ্‌বেগ (anxiety) • সাড়া না দেওয়া (confusion) • নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া (social withdrawal)	• স্তনে ব্যথা • পেট ফেঁপে থাকা • মাথাব্যথা • হাত-পায়ে পানি আসা

[খ] মাসিক শুরুর ৪ দিনের মধ্যে কমে যাবে বা ঠিক হয়ে যাবে।

[গ] অন্য কোনো ওষুধের কারণে বা হরমোন থেরাপির কারণে বা ড্রাগ-এলকোহলের

[৩৮৯] Table 1: ACOG diagnostic criteria for PMS, (Pandey, 2013)

কারণে এমন হচ্ছে না।

[ঘ] লক্ষণ রেকর্ড শুরুর পরের ২ মাসেও একই লক্ষণ বজায় আছে।

[ঙ] সামাজিক ও অর্থনৈতিক পারফর্মেন্সে 'ধরা পড়ার মতো' কমতি (identifiable dysfunction in social and economic performance)

আর এই criteria অনুযায়ী একটা পেলেও যদি আপনার সামাজিক ও অর্থনৈতিক পারফর্মেন্সে 'ধরা পড়ার মতো' কমতি আসতে পারে এবং সেক্ষেত্রে আপনি রোগী।

- সবচেয়ে কমন লক্ষণ (খিটখিটে মেজাজ, উদ্‌বেগ-টেনশন, মেজাজ দ্রুত পরিবর্তন আর অবসাদ- মন খারাপ) ক'টাতে প্রায় ৮০– ৯০% নারী ভোগেন বলে জানা গেছে।
- প্রায় ৫০% নারী জানিয়েছেন তারা মনোযোগে সমস্যা ও ভুলে যাওয়ার সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন।
- ৪৮% নারী ভোগেন পেটের সমস্যায় (GI upset)
- আর ১৮% এর হয় শরীর জ্বালাপোড়া (hot flush) [৩৯০]

১০

নারীবাদ

নারীবাদ বলতে বোঝায়, একটি রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলন; যার উদ্দেশ্য নারীর সমানাধিকার ও আইনী সুরক্ষা। এর আওতায় রয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক থিয়োরি এবং দর্শন। ১৯৪২ সালে ক্যাথরিন হেপবার্ন সর্বপ্রথম 'নারীবাদী আন্দোলন' কথাটি ব্যবহার করে 'Woman of the Year' সিনেমায়। নারীবাদীরা ও পণ্ডিতগণ এই আন্দোলনের ইতিহাসকে ৩টি ওয়েভে ভাগ করেন।

প্রথম ওয়েভ

একটা লম্বা সময় ধরে ব্রিটেন ও আমেরিকায় চলমান নারীবাদী কার্যক্রমকে 'প্রথম

---

[৩৯০] Patricia O. Chocano-Bedoya, Elizabeth R. Bertone-Johnson বলেন *Women and Health* (Second Edition), 2013

ওয়েভ' ধরা হয়। এর সময়কাল ছিল উনবিংশ শতক ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশ। মূলত এর ফোকাস ছিল নারী-পুরুষ সমান বন্দোবস্ত ও সম্পত্তির অধিকারের দাবিতে এবং শ্যাটেল ম্যারেজ (স্বামী স্ত্রী ও সন্তানাদির মালিক)-এর বিরুদ্ধে। ১৯ শতকের শেষদিকে এই আন্দোলন পরিণত হয় নারীর রাজনৈতিক শক্তি বাড়ানোর দাবিতে, বিশেষ করে ভোটের অধিকারের আন্দোলনে।

আরও স্পেসিফিক বলতে গেলে, ১৮৪৮ সালে দুই শতাধিক নারী একত্রিত হন নিউইয়র্কের এক চার্চে। একে নাম দেওয়া হয় Seneca Falls convention. নারী অধিকার ও সামাজিক-নাগরিক-ধর্মীয় ইস্যুগুলো আলোচনা করে তারা ১২ টি রেজুলেশন পাশ করেন। সে সময় নারী আন্দোলন 'দাসপ্রথা-বিরোধী' আন্দোলনের (abolitionist movement) সাথে একাট্টা হয়ে চলতে থাকে। কৃষ্ণাঙ্গ নারী নেত্রীরা প্রধান ভূমিকা পালন করেন, কেবল নারীদের ভোটাধিকারই না, সবার জন্যই ভোটাধিকারের দাবিতে।

কিন্তু পরে নারী আন্দোলনটা কেবল শ্বেতাঙ্গ নারীদের আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে কয়েকজনের প্রচেষ্টায়। ১৮৭০ সালে যখন 15th amendment passage পাশ করে কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষদের ভোটের অধিকার দেওয়া হয়, তখন নারীবাদীরা এই পয়েন্টে আসেন : যারা একসময় আমাদের দাস ছিল তারা ভোট দিতে পারলে, আমরা কেন পারব না? তবে শুধু ভোটাধিকারের মধ্যেই আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল না, শিক্ষার-চাকরি-সম্পদের মালিকানা সব বিষয়েই সমানাধিকারের দাবিতে চলমান ছিল তাদের আন্দোলন।

১৯১৬ সালে আমেরিকার প্রথম জন্মনিয়ন্ত্রণ ক্লিনিক চালু হয়, নারীর 'জন্মদানের ইচ্ছাধিকার'-এর প্রথম ফসল হিসেবে।

১৯২০ সালে আমেরিকার কংগ্রেসে ১৯তম সংশোধনী পাশ হয়। নারীরা পান ভোটাধিকার। মূলত এর পর থেকে ১ম ওয়েভের আপাত পরিসমাপ্তি ঘটে। বিচ্ছিন্ন দাবিতে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু নারী সংগঠন আন্দোলন চালিয়ে গেলেও ১৯৬০-এর দশকের আগ পর্যন্ত সমন্বিত লক্ষ্যে আন্দোলন চোখে পড়ে না।

দ্বিতীয় ওয়েভ

২য় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব দুই মেরুতে ভাগ হয়ে যায়। আমেরিকার নেতৃত্বে পুঁজিবাদী

ব্লক, সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক ব্লক। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় এই দুই বিশ্বব্যবস্থা, যাকে আমরা স্নায়ুযুদ্ধ নামে চিনি। মহাকাশ বিজয়াভিযান থেকে নিয়ে জলে-স্থলে আধিপত্য বিস্তার, কোনোখানেই বাকি নেই। পরস্পরকে অর্থনৈতিকভাবে টেক্কা দেয়ার প্রচেষ্টাও থেমে নেই। ১ম বিশ্বযুদ্ধের সময়েই বুঝা গিয়েছিল নারীদেরকে কারখানায় আনার লাভটা। পুরুষদের যেতে হয়েছিল যুদ্ধে। যুদ্ধের সময়ে এবং যুদ্ধের পরেও কারখানাগুলোতে নারীকর্মী ছিল প্রচুর, কেননা পুরুষ নিহত-নিখোঁজ ছিল বহু। সেসময়কার ৩ টি পোস্টার দেখলেই বুঝবেন, নারীদেরকে কারখানামুখী করবার ব্যাপক প্রোপাগান্ডা। একটি বিখ্যাত পোস্টার We Can Do It!, ১৯৪৩ সালে বানিয়েছিলেন J. Howard Miller নারী কর্মীদের উৎসাহ ধরে রাখার জন্য। আরেকটা বিখ্যাত ক্যারেক্টার তৈরি করা হয়েছিল যার নাম Rosie the Riveter, আমেরিকায় অস্ত্র ও সামরিক ফ্যাক্টরি এবং অন্যান্য কারখানায় কর্মরত নারীদের গ্লোরিফাই করে একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছিল, যাতে নারীরা ব্যাপকভাবে এসবে অংশ নেয়।

মজা পেয়ে গেল মালিকেরা, নারীদের শ্রমবাজারে রাখাটা পুঁজিপতিদের ব্যাপক লাভজনক সাব্যস্ত হল। এক, বেতন কম দিতে হত। যার প্রেক্ষিতে ১৯৬৩ সালে করতে হয়েছিল 'সমান বেতন আইন'। দুই, চাকুরির প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়। মেয়েদের জন্য চাকরি অপশনাল, আর পুরুষের তো 'না হলেই নয়'। ফলে, পুরুষরা আগের চেয়ে কম বেতনেও শ্রম দিতে তৈরি থাকে।

পুঁজিপতিরা তো এটাই চায়। বেতন কম দিলে পুঁজিপতির

পকেটে মুনাফা থাকবে বেশি। তাহলে নারীদের এখন শ্রমবাজারে ধরে রাখতে হবে যেকোনো মূল্যে। আর নারীদের শ্রম ধরে রাখতে হলে করতে হবে ৩টা কাজ—

- পরিবার গঠন-কে পেছাতে হবে স্বাবলম্বী হবার নামে। নারীদেরকে পরিবারমুখী থেকে ক্যারিয়ারমুখী করতে হবে। চাকরি, ক্যারিয়ার— এসবকে মর্যাদার কাজ হিসেবে বুঝাতে হবে।
- 'আগে আগে বিয়ে'-কে ভিলেন বানাতে হবে।
- বিয়ে, গর্ভধারণ, বাচ্চাপালন-কে ছোট, ঘৃণ্য কাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যেন এগুলো করতে নারী অনীহা বোধ করে।

সমাজতন্ত্রের সাথে প্রতিযোগিতার ময়দানে আবার ফিরিয়ে আনা হল 'নারীবাদী আন্দোলন'কে। আগের ঊনবিংশ শতক জুড়ে চলা নারীবাদী আন্দোলনের প্রথম ওয়েভের আপাত সমাপ্তি ঘটেছিল আমেরিকার নারীদের ভোটাধিকার দেবার মাধ্যমে সেই ১৯২০ সালে। ৬০-এর দশকে আবার চাঙা করে তোলা হল ৪০ বছর আগের সেই হাইপ। ১৯৬০ এর দশকের শুরুতে আরম্ভ হয়ে ১৯৮০ এর দশকের শেষ অব্দি ছিল এর সময়কাল। এর ফোকাস ছিল মূলত সব ধরনের বৈষম্যের বিলোপ করে সমতা প্রতিষ্ঠা।

আরও স্পেসিফিক বললে, ১৯৬৩ সালে Betty Friedan-এর 'The Feminine Mystique' প্রকাশিত হয়। ৩ বছরে বিক্রি হয় ৩০ লক্ষ কপি। ১৯৪৯ সালে Simone de Beauvoir-এর 'Second Sex' ব্যাপক সাড়া ফেললেও, আগের বইটা ছিল একটা বিপ্লব। বইয়ের বিষয়বস্তু ছিল : সন্তানপালন ও ঘরোয়া কাজকাম নারীকে হতাশ ও অসুখী করে তুলেছে, এটা। আইডিয়াটা নতুন না হলেও, ৩০ লক্ষ নারী পাঠকের কাছে আওয়াজটা পৌঁছে গেল। বিপুল সংখ্যক মধ্যবিত্ত শ্বেতাঙ্গ নারী হঠাৎ করে আবিষ্কার করলেন, তারা আসলে অসুখী। গড়ে উঠল আন্দোলন। এবার ফোকাস আর রাজনৈতিক সমতা না, সামাজিক সমতা। দাবিগুলো যৌনতা ও সম্পর্ক, গর্ভপাতের অধিকার, ঘরোয়া কাজ—এই কেন্দ্রিক। এইবার আন্দোলনের অর্জনগুলো ছিল :

- সমান বেতন আইন, ১৯৬৩
- বিবাহিতা ও অবিবাহিতাদের জন্য সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জন্মনিয়ন্ত্রণের অনুমোদন
- শিক্ষার সমানাধিকার (টাইটেল ৯)
- ১৯৭৩ সালে Roe v. Wade কেস দ্বারা নারীর প্রজননের স্বাধীনতা অর্জন
- নিজ নামে ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি

সেকেন্ড ওয়েভের চূড়ান্ত পর্যায়ে আন্দোলন কিছুটা উগ্রতায় পরিণত হয়, এবং সমাজে নারীবাদের প্রতি বিতৃষ্ণা ও ভীতি তৈরি করে। নারীর প্রতি পুরুষের মনোভাবের বিরুদ্ধে ১৯৬৮ সালে 'মিস আমেরিকা' যেখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল সেখানে নারীবাদীরা জমায়েত হয়, এবং ব্রা পুড়িয়ে প্রতিবাদ করে। পুরুষের চোখে যাযা নারীর প্রতীক সেগুলো পরিত্যাগ করার একটা নমুনা। নারী নয়, মানুষ হিসেবে তাদের ভাবতে হবে।

তৃতীয় ওয়েভ

১৯৯০ এর শুরুতে এর আরম্ভ। এর শুরুটাকে বাকি দুটোর মতো স্পষ্ট করা যায় না। দুটো বিষয়কে কেন্দ্র করে থার্ড ওয়েভ শুরু হয় মূলত। ১৯৯১ এ Anita Hill কেস আর ১৯৯১-এ Riot Grrrl গ্রুপ। বসের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির মামলা করেন আনিতা হীল। যদিও বস পার পেয়ে যায়, কিন্তু এটা সমাজে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। ১৯৯২ সালে 'হাইস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস'-এ ২৪ জন নারী নির্বাচনে জেতেন। এটা আরেকটা রাজনৈতিক বিজয় নারীবাদের।

সেকেন্ড ওয়েভ নারীত্বের প্রতীকগুলোকে বর্জনের ডাক দিয়েছিল। ফলে সমাজ এটাকে ভালোভাবে নেয়নি। এরই প্রতিক্রিয়ায় থার্ড ওয়েভ ডাক দেয় 'নারীত্বের প্রতীক'গুলোকে আবার গ্রহণের, যেমন : হাই-হিল, মেক-আপ, নারীসুলভ আচরণ। মূলত থার্ড-ওয়েভ জুডিথ বাটলারের দর্শন দ্বারা ব্যপকভাবে প্রভাবিত আন্দোলন। দর্শনটা হলো : 'নারী-পুরুষ লিঙ্গ আলাদা, দৈহিকভাবে আলাদা। কিন্তু জেন্ডার দৈহিক না, জেন্ডার হলো সামাজিক ভূমিকা (performative), এবং এটা একই'।

চতুর্থ ওয়েভ

অনেক নারীবাদী বিগত কয়েক বছর ধরে চলমান #MeToo আন্দোলনকে চতুর্থ ওয়েভ বলছেন।

১১

নারীদের ব্যাপারে ইহুদি-খ্রিস্টান ধর্ম ও ইসলামের বক্তব্যের তুলনা:

ইস্যু	খ্রিস্টবাদ	ইসলাম
১. আদিপাপ হাওয়া আ. এর, নাকি দুজনেরই	অতঃপর **শয়তান তাদের দুজনাকে** প্ররোচনা দিল... অতঃপর **সে তাদের দুজনাকে** প্রতারণার মাধ্যমে পদস্খলিত করল...তারা **দুজনে** বলল: হে আমাদের রব, **আমরা নিজেদের উপর অবিচার করেছি।** যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন ও দয়া না করেন, তা হলে আমরা তো ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। [৩]	ঐ গাছ থেকে কয়েকটা ফল **সে (হাওয়া) আমাকে দিল,** আর আমি খেলাম। [১] এবং ধোঁকা যে খেয়েছে সে আদম নয়, **নারীটি-ই (হাওয়া) ধোঁকা খেয়ে পাপী হয়েছিল।** [২]
২. গর্ভধারণ ও প্রসববেদনা আদিপাপের শাস্তি নাকি নারীর মহিমা	ঈশ্বর অভিশাপ দিচ্ছেন হাওয়া-কে : আমি সন্তানধারণের কষ্টকে অনেক বাড়িয়ে দিব এবং যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তোমরা সন্তানের জন্ম দেবে। [৪] • ইবনু উমার রা. থেকে বর্ণিত। মহিলা গর্ভধারণ থেকে নিয়ে দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় পাহারাদারের ন্যায় সওয়াব পেতে থাকে। যদি সে এ অবস্থায় মারা যায়, তা হলে শহীদের সওয়াব পায়।[৬] • নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : এমন নারীকে বিয়ে করো যে প্রেমময়ী এবং অধিক সন্তান প্রসবকারী। কেননা আমি অন্যান্য উম্মাতের কাছে তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে গর্ব করব। [৭]	• তোমাদের কেউ কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, যখন তোমাদের স্বামী তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায়, – তোমরা স্বামীর পক্ষ থেকে গর্ভধারীনী হও, তখন তোমরা আল্লাহর পথে রোজাদারের সমান সওয়াবের ভাগী হও। – আর যখন প্রসববেদনা শুরু হয়, তখন আসমান ও জমিনের অধিবাসী কেউ জানে না, তার জন্য চক্ষু শীতলকারী কী পুরস্কার লুকায়িত থাকে। – আর যখন প্রসব হয়ে যায়, তখন নবজাতকের দুধপানের প্রতিটি ঢোক এবং প্রতিটি চোষণের বিনিময়ে একটি করে নেকী লেখা হয়। – আর যদি নবজাকতের কারণে জাগ্রত থাকতে হয়, তা হলে প্রতিটি রাতের বিনিময়ে সত্তরটি কৃতদাস আল্লাহর রাস্তায় আযাদের সওয়াব দেওয়া হয়। [৫]

ইস্যু	খ্রিস্টবাদ	ইসলাম
৩. **পুরুষের অধীনতা আদিপাপের শাস্তি (কারণ কী)**	তোমাদের ইচ্ছা হবে তোমাদের স্বামীর অধীন, এবং তারা তোমাদের শাসন করবে। [৮]	আর কোনো বহনকারী অপরের পাপের বোঝা বহন করবে না। [৯] পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। [১০] (নারীর পাপের কারণে কর্তৃত্ব তা নয়, বরং পুরুষের কষ্ট-কুরবানির কারণে কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে)
৪. **পুরুষের অধীনতার ধরন**	মালিকানা। ইহুদি পণ্ডিতদের মতে: বিবাহের পর নারী স্বামীর পূর্ণ মালিকানায় ন্যস্ত হয়। তাদের মতে: Betrothal, making a woman the sacrosanct possession, the invoiavle property, of the husband. [১১]	আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনি ভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। [১২] (মালিকানা নয়, নিয়মতান্ত্রিক অধীনতা)
৪. **কন্যা-সন্তানের মর্যাদা**	• কন্যা জন্মদান একটা লোকসান (The birth of a daughter is a loss.) [১৮] • মেয়ে সন্তান জন্ম দিলে ১ সপ্তাহ বেশি অপবিত্র থাকবে গর্ভবতী। [১৯]	• যে ব্যক্তি কন্যা-সন্তানকে জ্যান্ত দাফন করবে না এবং **তার অমর্যাদা করবে না এবং পুত্রসন্তানকে তার উপর অগ্রাধিকার দেবে না** আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখেল করবেন। [২০] • তোমরাকন্যাসন্তানদের অপছন্দ করো না। কারণ তারা আদরণীয় অমূল্য ধন। [২১]

ইস্যু	খ্রিস্টবাদ	ইসলাম
৫. **স্ত্রীর সম্পত্তি**	বিবাহের কারণে স্ত্রী ও তার ধন-সম্পদ স্বামীর অধিকারভুক্ত গণ্য হয়। এ বিধানের কারণে স্ত্রী সম্পদহীনা হয়ে পড়ে। [১৩]	• পিতা-মাতা ও আত্নীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্নীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে; অল্প হোক কিংবা বেশি। এ অংশ নির্ধারিত। [১৪] • আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশিমনে। তারা যদি খুশি হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করো। [১৫] • যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করতে ইচ্ছা করো এবং তাদের একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করে থাকো, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত গ্রহণ করো না। [১৬] • পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ। [১৭]
৬. **সাক্ষ্য দান**	বর্তমানেও ইসরাইলের ধর্মীয় কোর্টে নারীদের সাক্ষ্য নেওয়া হয় না। [৩৩] দলিল হলো : ইবরাহীম আ. এর স্ত্রী সারাহ মিথ্যা বলেছিলেন। [Genesis ১৬-৯ : ১৮] ঘটনাটি কুরআনে একাধিক স্থানে বর্ণিত হলেও তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যের অভিযোগ করা হয়নি। [সূরা হুদ : ৬৯-৭৪, সূরা যারিয়াত : ২৪-৩০]	অতঃপর তোমাদের নিজেদের মধ্যের দুজন পুরুষকে সাক্ষী বানাও। তখন যদি দুজন পুরুষের আয়োজন না করা যায়, তা হলে একজন পুরুষ এবং **যাদের সাক্ষীর ব্যপারে তোমরা আস্থাশীল এমন দুজন নারী বেছে নাও। যেন, একজন ভুল করলে অন্যজন স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।** [৩৪]

ইস্যু	খ্রিস্টবাদ	ইসলাম
৭. **ঋতুস্রাব**	[১৯] কোন নারীর স্বাভাবিক ঋতুস্রাব হলে সাতদিন তার অশৌচ থাকবে। ঐ অবস্থায় কেউ তাকে স্পর্শ করলে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে। [২০] অশৌচ অবস্থায় সেই নারী কোন শয্যায় শয়ন বা উপবেশন করলে তা অশুচি হবে। [২১] কেউ তার শয্যা স্পর্শ করলে তাকে জামা কাপড় ধুয়ে স্নান করতে হবে। সন্ধ্যা পর্যন্ত তার অশৌচ থাকবে। [২২] যদি কেউ তার আসন স্পর্শ করে তা হলে তাকে কাপড় ধুয়ে স্নান করতে হবে। সন্ধ্যা পর্যন্ত তার অশৌচ থাকবে। [২৩] তার শয্যা কিংবা আসনের উপরে কোনো বস্তু থাকলে তা যদি কেউ স্পর্শ করে, তা হলে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে অশুচি থাকবে। ২৪অশৌচ অবস্থায় সেই নারীর সঙ্গে কোনো পুরুষ যদি শয়ন করে এবং তার রক্তস্রাব সেই পুরুষের গায়ে লাগে তবে সে সাতদিন অশুচি থাকবে এবং যে শয্যায় সে শোবে তাও অশুচি হবে। [২৬]	ঋতুস্রাব হলে নারী অপবিত্র থাকবে। [২৭] নামাজ-রোজা-কুরআন স্পর্শ-স্বামী সহবাস থেকে বিরত থাকবে। আর সব কাজে কোনো অপবিত্রতা নেই। • আনাস রা. বলেন : ইয়াহূদী নারীদের যখন হায়য (ঋতুস্রাব) আসত তখন তারা তাদের সাথে একত্রে পানাহার করত না, তাদের সাথে ঘরে একত্রে অবস্থানও করত না। সাহাবিগণ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে আল্লাহ্ তাআলা (আরবি) আয়াত নাযিল করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আদেশ করলেন : তারা যেন তাদের সাথে একত্রে পানাহার করে এবং তাদের সাথে একই ঘরে বসবাস করে, আর যেন তাদের সাথে সহবাস ব্যতীত অন্য সব কিছু করে।' [২৮] • আয়িশা রা. বলেন : আমি হায়েয অবস্থায় আল্লাহ্র রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাথা আঁচড়ে দিতাম। [২৯] • আয়িশা রা. বলেন : নবি সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লা আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আর তখন আমি হায়েযের অবস্থায় ছিলাম। [৩০] • উম্মু সালামা রা. বলেন : এক সময় আমি ও নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই চাদরের নিচে শুয়েছিলাম। আমার হায়েয শুরু হলো। তখন আমি গোপনে বেরিয়ে গিয়ে হায়েযের কাপড় পরে নিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কি হায়েয আরম্ভ হয়েছে? আমি বললাম : হ্যাঁ। তিনি আমাকে ডেকে নিলেন এবং আমি তার সঙ্গে একই চাদরের নিচে শুয়ে পড়লাম। [৩১] • মাইমুনা রা. বলেন : নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করতেন আর আমি তাঁর পাশে শুয়ে থাকতাম। তিনি যখন সাজদা করতেন তখন তাঁর কাপড় আমার গায়ে এসে পড়ত। সে সময় আমি ঋতুবতী ছিলাম। [৩২]

ইস্যু	খ্রিস্টবাদ	ইসলাম
৮. **নারীদের শিক্ষা**	Rabbi এলিযের বলেন : যে তার কন্যাকে তাওরাত শেখায়, সে যেন মেয়েকে অশ্লীলতা শেখায়। (R. Eliezer Says: Whoever teaches his daughter torah teaches her obscenity.) [২২] সেন্ট পল বলেন : আমি মেয়েদের শিক্ষকতা কিংবা পুরুষের উপর কর্তৃত্বের অনুমতি দিই না। কেন না, আদম নয়, হাওয়া-ই ধোঁকা খেয়ে পাপের ভাগী হয়েছে। (I don't permit a woman to teach or have authority over a man...) [২৩]	নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়। [২৪] (নারী-পুরুষ নির্বিশেষে) নবিজি মহিলাদের উদ্দেশ্যে লেকচার দেবার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। শাইখ আশরাফ আলি থানভী রহ. বলেন : ইলম শিক্ষা ওয়াজিব। সুতরাং মহিলাদের শিক্ষা দেওয়া ওয়াজিব, কিছুসংখ্যক মহিলাকে রীতিমতো শিক্ষিত রূপে গড়িয়া তোলা ওয়াজিব। কেননা ওয়াজিবের মাধ্যম গড়িয়া তোলাও ওয়াজিব। [২৫]

তথ্যসূত্র

১. She gave me some fruit from the tree and I ate it. [Genesis 3:12]
২. And Adam was not one deceived; it was the woman who was deceived and became a sinner. [1 timothy 2:14]
৩. সূরা আ'রাফ, ১৯-২৩
৪. I will greatly increase your pains in child-bearing; with pain you will give birth to children. [Genesis 3:16]
৫. আলমু'জামুল আওসাত লিততাবরানী, হাদীস নং-৬৭৩৩
৬. আলমু'জামুল কাবীর লিততাবারানী, হাদীস নং-১৩৭৩৪ [https://ahlehaqmedia.com/8087-2/]
৭. আবূ দাউদ ২০৫০, সুনানে আন-নাসায়ী ৩২২৭
৮. Your desires will be for your husbands and he will rule over you.
৯. বানী ইসরাঈল, আয়াত ১৫।
১০. সূরা নিসা ৪: ৩৪
১১. *Woman, church and state,* Matida J. Gage, 1893
১২. সূরা বাকারা: ২২৮
১৩. *Women in Judaism: The Status Of Women In Formative Judaism,* Leonard J. Swidler 1976
১৪. সূরা নিসা: ০৭
১৫. সূরা নিসা: ০৪
১৬. সূরা নিসা: ২০
১৭. সূরা নিসা: ৩২
১৮. Ecclesiasticus 22:3
১৯. Leviticus 12: 2-5
২০. আবূ দাউদ, হাদীস : ৫১০৩
২১. মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৭৩০৬
২২. Babylonian Talmud: Tractate Sotah, Folio 20a

২৩. 1 Timothy 2: 11-14
২৪. বুখারি ৫০২৭
২৫. নারী জাতির সংশোধন', মোহাম্মদীয়া লাইব্রেরী, পৃষ্ঠাঃ ১৬৬
২৬. Leviticus 15: 19-23
২৭. সূরা বাকারা: ২২২
২৮. সুনানে আন-নাসায়ী ৩৬৯, সহিহ মুসলিম ৫৮১
২৯. বুখারি ২৯৫
৩০. বুখারি ২৯৭
৩১. বুখারি ৩২৩
৩২. বুখারি ৫১৮
৩৩. *Israeli women the reality behind the myths,* Lesley hazleton
৩৪. সূরা বাকারা: ২৮২

১২

সারা দুনিয়ায় বিভিন্ন ব্যবসার বাজার (বছরে কত টাকা)

- বছরে ৯৭০০ কোটি ডলারের পর্নব্যবসা [৩৯১]
- যৌনকাজে ব্যবহৃত মানব পাচার থেকে ৯৯০০ কোটি ডলার [৩৯২]
- পতিতাব্যবসা বছরে ১৮৬০০ কোটি ডলারের [৩৯৩]
- কেবল Erectile Dysfunction Market-ই ২০২৪ সালের মধ্যে ৪২৫ কোটি ডলারে পৌঁছবে বছরে। [৩৯৪]
- যৌনবাহিত রোগের ওষুধের মার্কেট ২০১৭ সালে সারা দুনিয়ায় প্রায় ৩৩০০ কোটি ডলার, ২০২৫ সালের মধ্যে হবে ৮৬০০ কোটি ডলার। [৩৯৫]
- বছরে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বক্স অফিস ব্যবসা ৩৮০০ কোটি ডলার
- বছরে ৩৩০০ কোটি ডলারের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবসা [৩৯৬]
- ক্যাবল টিভি ও স্যাটেলাইট ব্যবসা বছরে ২৮৬০০ কোটি ডলার [৩৯৭]
- ৪৪৫০০ কোটি ডলারের ট্যুরিজম ব্যবসা [৩৯৮]

---

[৩৯১] New Mexico State University-র assistant professor of sociology জনাব Kassia Wosick জানান NBC news-কে। পুরো দুনিয়ায় পর্নোশিল্প ৯৭ বিলিয়ন ডলারের। কেবল আমেরিকাতেই ১০-১২ বিলিয়ন ডলারের। [*Things Are Looking Up in America's Porn Industry,* Jan. 20, 2015]

[৩৯২] *Human Trafficking by the Numbers Factsheet,* January 07, 2017

[৩৯৩] *Prostitution: Prices and Statistics of the Global Sex Trade* by Havocscope

[৩৯৪] Global Erectile Dysfunction Market 2018-2023 - Market to Reach $4.25 Billion - ResearchAndMarkets.com

[৩৯৫] Transparency Market Research এর রিপোর্ট, PR Newswire.

[৩৯৬] Social Media Global Market Report 2018

[৩৯৭] Amy Watson (Nov 10, 2020), *Film Industry - statistics & facts,* Statista

[৩৯৮] Allied Market Research, PR Newswire.

- বছরে ৭০০০০ কোটি ডলারের স্বাস্থ্য ব্যবসা [৩৯৯]
- বছরে ১৩৪৪০০ কোটি ডলারের এলকোহল ব্যবসা[৪০০]
- ৪৩৫০০ কোটি ডলারের ড্রাগ ব্যবসা[৪০১]

১৩

এটা একটা বড়ো এবং চমৎকার আলোচনা। আমার খুবই কষ্ট লাগছে যে, আলোচনাটা আমি করতে পারছি না সাধ মিটিয়ে। শুধু সুতোটা ধরিয়ে দিয়ে শেষ করতে হচ্ছে। 'মুসলিম সভ্যতার বিজ্ঞান' আর 'আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান' এক জিনিস না। আরেকটু ভেঙে বলি, মুসলিম সভ্যতার জ্যোতির্বিজ্ঞান আর এখনকার জ্যোতির্বিজ্ঞান, মুসলিম পদার্থবিদ্যা আর এখনকার ফিজিক্স, মুসলিম যুগের রসায়ন আর এখনকার রসায়ন— এক জিনিস না।

মুসলিমদের বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্র ছিল কুরআন-হাদীস-শারীআ

- আল-খাওয়ারেজমির হাতে 'বীজগণিত'-এর উন্নয়নের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল ইলমুল ফারায়েজ বা উত্তরাধিকার বণ্টনের সমাধান। (Gandz, 1938)
- ইসলামি সভ্যতায় ব্যাপক জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল, গোলীয় জ্যামিতি ও গোলীয় ত্রিকোণমিতি চর্চার মূল শুরুর উদ্দেশ্য ছিল : পৃথিবীর যে-কোনো স্থান থেকে কিবলা ঠিক করা, যে-কোনো স্থানে সালাতের সময় নির্ধারণ এবং ইসলামি ক্যালেন্ডার উদ্ভাবন। যেহেতু সে সময় নতুন নতুন এলাকা ইসলামি সভ্যতার অধীনে আসছিল। (Gingerich, 1986)
- 'আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি, যার চিকিৎসা সৃষ্টি করেননি'— এই হাদীস মুসলিম চিকিৎসকদের উদ্‌বুদ্ধ করেছিল গবেষণায়, বিভিন্ন সভ্যতার চিকিৎসাবিদ্যা অনুবাদ ও বিশ্লেষণে। ইবনু নাফিস এই হাদীস দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়ে 'মানবদেহে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া' আবিষ্কার করেন ১২৪২ সালে, যেটার ক্রেডিট এখন নেন উইলিয়াম হার্ভে। এবং এর দ্বারা তিনি 'কিয়ামাত' বা আমাদের মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানের ব্যাখ্যা দেন। মদকে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার

[৩৯৯] 2021 Global Health Care Outlook, Accelerating industry change., The Economist Intelligence Unit.

[৪০০] Allied Market Research, PR Newswire.

[৪০১] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) এর রিপোর্ট।

অনুচিত—তাঁর এই গবেষণাও ইসলামি বিধানকে সামনে নিয়ে করেন। (Fancy, 2006)

- ইমাম ফখরউদ্দিন রাযী রহ. তাঁর 'মাতালিব' কিতাবে ইসলামের কসমোলজি আলোচনা করেন। এরিস্টটলের পৃথিবী-কেন্দ্রিক মডেলের সমালোচনা করেন। এবং 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' আয়াতের উপর ভিত্তি করে 'মাল্টিভার্স'-এর অস্তিত্বের ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন।
- কুরআনের আয়াতগুলো আমাদের বার বার উদ্‌বুদ্ধ করে আল্লাহর সৃষ্টিকে জানার জন্য।

> বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো, কীভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন। অতঃপর আল্লাহ পুর্নবার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম। [৪০২]

> নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্যে। [৪০৩]

এজন্যই ইমাম গাযালী রহ. শবব্যবচ্ছেদ-এর অনুমতি দিয়েছেন বলে জানা যায় (Savage-Smith, 1995)। যার ফলে তৈরি হয়েছেন আল-জাহরাভী, আলি ইবনু আব্বাস, আবুল কাসিমের মতো সার্জন। দৃষ্টিবিজ্ঞানে ইবনু হাইসামীর মতো বিজ্ঞানী।

মোটকথা সব কিছু এমনকি দর্শনচর্চাও ছিল ইসলামকেন্দ্রিক। এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান এতটাই ইসলামকেন্দ্রিক ছিল যে ইলমে ওহিকে এসব পৃথক করার জন্য ইমাম গাযালীকে 'এহইয়াউ উলুমুদ্দীন' বা 'দ্বীনি ইলমের পুনরুজ্জীবন' নামক কিতাব লিখতে হয়েছিল। এবং এসকল বিজ্ঞানীরাও ফরযিয়াত বা ফরয পরিমাণ 'শারীআর ইলম' প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই অর্জন করতেন, অনেকেই আলিম হিসেবেও উঁচু মানের ছিলেন। ইমাম রাযী, ইমাম ইবনু রুশদ, ইমাম গাযালী, আল-বিরুনী প্রমুখ আলিম হিসেবেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। দীনী জরুরি ইলমের সাথে এই সকল প্রযুক্তিগত সাহায্যকারী জ্ঞান তাঁরা অর্জন করেছেন ও গবেষণায় এগিয়ে গিয়েছেন। যা তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি-ই করেছে।

পক্ষান্তরে বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি-ই বস্তুবাদ। এই ধারণা যে, বিশ্বের সবকিছুই বস্তু বা শক্তি, এর বাইরে অবস্তু বলে কিছু নেই। **সিদ্ধান্ত দেবার সময় বিজ্ঞান**

[৪০২] সূরা আনকাবুত ২৯: ২০

[৪০৩] সুরা ইমরান ৩:১৯০

একটা দর্শন ফলো করে—প্রকৃতিবাদ [৪০৪]। অর্থাৎ, মহাবিশ্বের সবকিছুই প্রাকৃতিক। অতিপ্রাকৃতিক বলে কিছু নেই। যেহেতু সবকিছুই প্রকৃতির অংশ, মানে স্থান-কালের অংশ, তা হলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সবকিছুই ডাইরেক্টলি বা ইনডাইরেক্টলি পর্যবেক্ষণ করাও সম্ভব, এমনকি মনোজগৎও। **যা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব না, তার অস্তিত্বও নেই।** এবং পর্যবেক্ষণযোগ্য বিজ্ঞানই একমাত্র নির্ভরযোগ্য জ্ঞান।

তার মানে **সব তথ্যপ্রমাণ যদি অতিপ্রাকৃত কিছুর দিকে ইঙ্গিত করেও, তবু বিজ্ঞান সেটা স্বীকার করতে পারবে না।** ইনিয়ে-বিনিয়ে প্রাকৃতিক একটা সম্ভাবনার কথা বলবে, নয়তো চুপ করে থাকবে। **কারণ বিজ্ঞান এটা শুরুতেই বিশ্বাস করে নিয়েছে পরম সত্য হিসেবে, নিজের মূলনীতি হিসেবে যে— 'সব পর্যবেক্ষণ করা যাবেই; যা কিছু যাবে না তা কুসংস্কার'।** যেহেতু কেন্দ্রেই রয়েছে 'স্রষ্টা বলে কিছুর অস্তিত্ব বোঝা গেলেও স্বীকার করা যাবে না', সুতরাং আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে মুসলিম সভ্যতার বিজ্ঞানের গোড়াতেই সংঘর্ষ।

দ্বিতীয়ত, পশ্চিমা বিজ্ঞান যেহেতু এনলাইটেনমেন্টের দর্শনের উপর দাঁড়িয়ে, যেমনটা বিজ্ঞানী Rupert Sheldrake তাঁর *Science Set Free 10 Paths To New Discovery* -বইয়ে বলেন :

> '...কিন্তু যে চিন্তাধারা আজকের বিজ্ঞানকে পরিচালিত করছে তা স্রেফ বিশ্বাস, যার শেকড় গেঁথে আছে ঊনবিংশ শতকের ভাবতত্ত্বের উপর'।

ঠিক সে কাজও করবে তেমনই। বর্তমান পশ্চিমা বিজ্ঞানের কাজই হলো পশ্চিমা দর্শন ও নিত্যনতুন ধারণাগুলোকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করা। বিবর্তনবাদ, নারীবাদ, নাস্তিকতাবাদ, সমকামিতা—এগুলোর পায়ের নিচে মাটি দেওয়া। রিসার্চের নামে, জরিপের নামে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে এগুলোকে দুনিয়ার সামনে অকাট্য হিসেবে উপস্থাপন করা। মোদ্দা কথা, বিজ্ঞান এখন একটা পুঁজিবাদের হাতিয়ার। [৪০৫] সুতরাং ইসলামি সভ্যতার বিজ্ঞানের দলিল দিয়ে পশ্চিমা পুঁজিবাদী ইসলামবিরোধী বিজ্ঞানকে জায়েয বা ওয়াজিব বানানো মূর্খতা ছাড়া আর কিছু না। বিস্তারিত জানতে ডা. রাফান আহমেদ-এর *'হোমো স্যাপিয়েন্স : রিটেলিং আওয়ার স্টোরি'* বইটি দেখুন।

---

[৪০৪] বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিবাদ হচ্ছে এরকম একটা দর্শন যে, মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু ও ঘটনাই প্রাকৃতিক, অতিপ্রাকৃতিক বলে কিছু নেই। যেহেতু সবকিছুই প্রকৃতির অংশ, মানে স্থান-কালের অংশ। সুতরাং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সবকিছুই সরাসরি বা ইনডিরেক্টভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব, এমনকি মনোজগতও। এবং পর্যবেক্ষণযোগ্য বিজ্ঞানই একমাত্র নির্ভরযোগ্য জ্ঞান।[ব্রিটানিকা]

[৪০৫] *Science, Capitalism, and the Rise of the "Knowledge Worker": The Changing Structure of Knowledge Production in the United States,* Author(s): Daniel Lee Kleinman and Steven P. Vallas. Source: Theory and Society, Vol. 30, No. 4 (Aug., 2001), pp. 451-492

আমাদের সবচেয়ে বড়ো ভুল ধারণা এটা যে, ইউরোপ জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নত, তাই ওরা উন্নত। কক্ষনো নয়। বরং ওদের আজকের এই উন্নত হবার পেছনে এশিয়া, আফ্রিকা আর উত্তর-দক্ষিণ আমেরিকার সম্পদ লুণ্ঠনই একমাত্র কারণ। যাদের ধারণা আছে তারা জানেন, রিসার্চ করতে ফান্ডিং লাগে। ইউরোপের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফান্ডিং গিয়েছে উপনিবেশ থেকে। সামরিক আগ্রাসনই তাদের আজকের অবস্থানের একমাত্র মূল কারণ। একই কথা আমাদের ইসলামি সভ্যতার বেলায়ও সমান সত্য। স্পেন থেকে কাশগড় অব্দি শারীআ শাসন প্রতিষ্ঠা করে যে উন্নতির পরিবেশ, বিদ্যোৎসাহী খিলাফত, জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার এক আবহ তৈরি হয়েছিল। সেই ক্ষেতেরই ফসল ইসলামি সভ্যতার বিজ্ঞান। আফসোস আমরা ফসলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আর চাষীদের কথা যেন মুখে আনাই পাপ। যারা রক্ত দিয়ে জমিন চষে দিয়ে গেল, তারা আজ আমাদের কাছেই বড়ো অপাঙ্‌ক্তেয়। জমিন না চষেই ফসলের স্বপ্নকে খাঁটি বাংলায় বোধ হয় 'দিবাস্বপ্ন'-ই বলে, না?

১৪

লেখিকা, পরিচালক, Prostitution Research & Education, San Francisco-এর পরিচালক Melissa Farley তাঁর *Risks of Prostitution: When the Person Is the Product* নামক আর্টিকেলে পতিতাবৃত্তির ভয়ংকর হালত তুলে ধরেন (Farley, ২০১৮)। ২০০০ সালের আগের সব রেফারেন্স বাদ দিয়ে কিছু অংশ আপনাদের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরছি :

- বহু গবেষক (Oselin and Blasyak 2013; Argento et al. 2014) বলেছেন, sexual and physical violence পতিতাদের জন্য একটা নিয়ম (norm)।
- ২০০৫ সালে কানাডার ভ্যানকুভারে পতিতাদের উপর পরিচালিত এক গবেষণায় (Farley et al. 2005) দেখা যায়, ৭৫% পতিতা মারাত্মকভাবে দৈহিক আঘাতের শিকার হন, এর মধ্যে আছে ছুরিকাঘাত, প্রহার, রক্তজমা কালসিটে, হাড় ফ্র্যাকচার (চোয়াল, কলারবোন, আঙুল, পাঁজরা, খুলি), কাটা ও চোখে আঘাত। এদের ৫০% মস্তিষ্কে সিরিয়াস আঘাত পেয়েছেন। বেসবল ব্যাট দিয়ে বা দেওয়ালে মাথা ঠুকার দ্বারা। খদ্দেররা কোনো বিশেষ যৌনকাজ না করায় তাদের চরম নির্যাতন করেছে।
- নির্যাতনের ঝুঁকির কারণে পতিতাবৃত্তির প্রচণ্ড স্বাস্থ্যগত বিপদ রয়েছে

(Church et al. 2001; Oram et al. 2012)। জরায়ু ক্যান্সার, যৌনবাহিত রোগ, এইডস, পেলভিক পেইন, গর্ভপাতঘটিত সমস্যা, ব্রেনে আঘাত, ফ্র্যাকচার, রোগপ্রতিরোধে সমস্যা, উচ্চমাত্রার জ্বর, হৃদ-শ্বসন-পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা ইত্যাদি (Farley and Kelly 2000; Dalla 2002; Vanwesenbeeck 2005; Zimmerman et al. 2006).

- ৯টি দেশের (Canada, Colombia, Germany, Mexico, South Africa, Thailand, Turkey, United States, and Zambia) ৮৫৪ জন পতিতার মাঝে পরিচালিত এক জরিপে উঠে এসেছে আমাদের কাছে না পৌঁছোনো এক আকুতি। ৭১% শারীরিক প্রহারের শিকার, আর ৬২% নিয়মিত ধর্ষণের শিকার। ৮৯% এই অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি চায়, কিন্তু তাদের আর উপায় নেই (Farley et al. 2003)।
- পতিতাবৃত্তি মরণঘাতী (lethal) পেশা (Dalla et al. 2003; Potterat et al. 2004; Quinet 2011).
- যে-কোনো ধরনের দেহব্যবসার পরিণতি emotional distress যেমন : হতাশা, আত্মহত্যার প্রবণতা, আঘাত পরবর্তী স্ট্রেস ডিজর্ডার (PTSD), নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া, মাদকাসক্তি। (Brody et al. 2005; Ling et al. 2007; Pedersen et al. 2016)

১৫

আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক-দল আমেরিকার বিভিন্ন বড়ো বড়ো শহরে ১৯৯৮-২০০০ এর মাঝে জন্ম নেওয়া ৫০০০ শিশুর উপর গবেষণা পরিচালনা করেন।[৪০৬] বিয়ে ছাড়া গঠিত পরিবারকে বলা হয় 'ভঙ্গুর পরিবার' (fragile families)। **আমেরিকায় মোট জন্মের ৪১% শিশু** এই বিয়ে ছাড়া বাবামায়ের সন্তান। ফলাফলের সারাংশ হলো :

- বিয়ের দ্বারা গঠিত পরিবারের তুলনায় এইসব ভঙ্গুর পরিবারের বাবামাদের 'টিনেজ'এ বাবামা হবার সম্ভাবনা বেশি, কমিটমেন্ট ভেঙে আরেক পার্টনারের সন্তান ধারণের সম্ভাবনা বেশি, দারিদ্র্য বেশি, হতাশায় ভোগার হার বেশি,

[৪০৬] Fragile Families, *The Future of Children,* VOLUME 20 NUMBER 2 FALL 2010 [a collaboration of the Woodrow Wilson School of Public and International Affairs at Princeton University and the Brookings Institution]

মাদকাসক্তির হার বেশি, জেলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

- এবার সন্তানের ক্ষেত্রে আসেন। ভঙ্গুর পরিবারে সন্তান পরিচর্যা ও সন্তানের পড়াশোনার ব্যাপারে উদাসীনতার দরুণ এসব সন্তানের—
  - আইকিউ কম (lower cognitive test scores)
  - আক্রমণাত্মক আচরণ (higher incidence of aggressive behavior)
  - স্কুল থেকে ঝরে পড়ার দ্বিগুণ সম্ভাবনা (ড্রপ আউট)
  - ২০ এর আগেই সন্তান ধারণের দ্বিগুণ সম্ভাবনা
- সম্ভাবনা এটাই যে, এই শিশুরা বড়ো হয়ে একই চক্র ঘটাতে থাকবে। (the likelihood that they will continue that negative cycle into adulthood)
- এই গবেষণা শেষে প্রস্তাবনা দেওয়া হয়, সমাজকে অবিবাহিত দম্পতি হবার ব্যাপারে (লিভ টুগেদার) উৎসাহদানকারী বিষয়গুলোকে পুনর্বিবেচনা করতে হবে। (The study suggests that our society reconsider policies that encourage couples to remain unmarried.)

এবার পাশের চার্টটি দেখুন ২০১৬ সালে এসে মুক্তচিন্তা ও আধুনিকতার লীলাভূমি ইউরোপে মোট জন্মের কত শতাংশ এই বিয়ে ছাড়া ভঙ্গুর পরিবারের সন্তান। [৪০৭]

দেশ	মোট জন্মের কত শতাংশ
France	59.7%
Bulgaria	58.6%
Sweden	54.9%
Portugal	52.8%
Netherlands	50.4%
Belgium	49%
UK	47.9%
Hungary	46.7%
Spain	45.9%
Ireland	36.6%
Germany	35.5%
Romania	31.3%
Italy	28%
Poland	25%
Croatia	18.9%
Greece	9.4%
USA[1]	41%

[১] LaVar Young (Aug 16, 2011), Fragile Families: Most Children Born Out of Wedlock Aren't OK, The Huffington Post

[৪০৭] https://twitter.com/spectatorindex/status/988307897955237888?lang=en

১৬

আমেরিকান মনোবিদ Abraham Maslow, যিনি বিংশ শতকের টপটেন মনোবিদদের একজন বলে স্বীকৃত এবং আমেরিকার কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ছিলেন। ১৯৪৩ সালে তাঁর বিখ্যাত 'Maslow's hierarchy of needs' বা 'চাহিদার ক্রমবিন্যাস' প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এক লেভেলের চাহিদা পূরণ হলে মানুষ পরের লেভেলের চাহিদার জন্য প্রেষণা অনুভব করে। সেটার পিছনে ছোটে। এর সবচেয়ে নিচের স্তরে আছে মৌলিক শারীরিক চাহিদা : শ্বাস, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌনতা, ঘুম, মলমূত্র ইত্যাদি। যা না হলে দেহ ঠিকমতো কাজই করবে না। এগুলো না হলে বাকি চাহিদাগুলো গুরুত্বহীন। [৪০৮] এগুলোর অভাবে জীবনীশক্তি কমে যেতে থাকে ক্রমাগত। ফ্রয়েডের মতেও যৌনানুভূতি মানুষের একটা মৌলিক অনুভূতি। [৪০৯]

১৭

পুরো বিশ্বে বিধবাদের নিয়ে কাজ করে ব্রিটেনভিত্তিক Loomba Foundation (www.theloombafoundation.org) নামক এনজিও। তাদের ২০১৭ সালের রিপোর্ট-এর চুম্বকাংশ নিয়ে রয়টার্সের সংবাদ। [৪১০]

- বর্তমান বিশ্বে প্রায় ২৫ কোটি ৮৫ লক্ষ বিধবা, ৫৮.৫ কোটি সন্তান-সহ।
- এর ভাগ মানে ২.৫ কোটি বিবাহযোগ্য (marital age) বয়সেই বিধবা। আফগান ও ইউক্রেনে অনুপাতটা ভাগ।
- সবচেয়ে বেশি বিধবা ভারতে (২০১৫ সালে), ৪৬ মিলিয়ন। ২য় চীনে, প্রায় সাড়ে ৪ কোটি (৪৪.৬ মিলিয়ন)। উল্লেখ্য চীনে একাধিক বিয়ে আইন করে নিষিদ্ধ।
- যুদ্ধ ও রোগের প্রকোপে ২০১০-২০১৫ সালে বৈধব্যের হার ৯% বেড়েছে।

---

[৪০৮] McLeod, S. A. (2020, March 20). *Maslow's hierarchy of needs.* Simply Psychology.

[৪০৯] *মন ও মনোবিজ্ঞান*, পৃষ্ঠা : ১৪৮, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২য় মুদ্রণ ১৯৯৬, সম্পাদনা : ড. আবদুল খালেক, অধ্যাপক ঢাবি।

[৪১০] Emma Batha (JUNE 22, 2017), *Factbox: Global number of widows rises as war and disease take toll,* Thomson Reuters Foundation

➠ মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় এই হার ২৪%, যুদ্ধের কারণে।

বিবাহযোগ্য বয়সের মেয়েদের মধ্যে বিধবার সংখ্যা ইয়ুরোপীয় দেশগুলোয় সবচেয়ে বেশি। সবচেয়ে উপরে ইউক্রেন (১৯.২%), ২য় অবস্থানে চেক রিপাবলিক (১৩.৬%), গণহত্যার পর রুয়ান্ডাতেও একই অবস্থা। এরপর আছে ফ্রান্স (১২.২%)। রুয়াণ্ডার আদমশুমারি মোতাবেক, সেদেশের ১৩% নারী বিধবা। কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের কিছু কিছু এলাকায় ৪০% বিধবা। আফগানিস্তানে মোট নারীদের ২০% বিধবা, UNIFEM (the United Nations Fund of Women) এর মতে। [৪১১]

১৮

খবর প্রথম আলোর। [৪১২]

➠ গড়ে **প্রতি ঘণ্টায় একটি করে তালাকের আবেদন** করা হচ্ছে।

➠ এ হিসাবে মাসে গড়ে ৭৩৬টি, দিনে ২৪ টির বেশি এবং ঘণ্টায় একটি তালাকের আবেদন করা হচ্ছে।

গত ছয় বছরে ঢাকার উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে অর্ধলাখের বেশি তালাকের আবেদন জমা পড়েছে।

➠ তালাকের আবেদন সবচেয়ে বেশি বেড়েছে উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকায়- প্রায় ৭৫ শতাংশ।

➠ দক্ষিণ সিটিতে বেড়েছে ১৬ শতাংশ।

➠ দুই সিটিতে আপস হচ্ছে গড়ে ৫ শতাংশের কম।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য বলছে, গত সাত বছরে তালাকের প্রবণতা ৩৪ শতাংশ বেড়েছে। শিক্ষিত স্বামী-স্ত্রীদের মধ্যে তালাক বেশি হচ্ছে। গত জুন মাসে প্রকাশিত বিবিএসের দ্য সিচুয়েশন অব ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকসের ফলাফলে এ চিত্র পাওয়া গেছে।

➠ দুই সিটি করপোরেশনের তথ্য বলছে, স্ত্রীর পক্ষ থেকে তালাকের আবেদন বাড়ছে।

---

[৪১১] Loomba Foundation এর ২০১৫ সালের রিপোর্ট।

[৪১২] মানসুরা হোসাইন (২৭ আগস্ট ২০১৮), *ঢাকায় ঘণ্টায় এক তালাক,* প্রথম আলো।

➠ উত্তর ও দক্ষিণে তালাকের আবেদনের প্রায় ৭০ শতাংশই স্ত্রীর পক্ষ থেকে এসেছে।

সমাজ বিজ্ঞানী প্রফেসর মেহতাব খানম ইনকিলাবকে বলেন,[৪১৩] দুটি কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ বাড়ছে।

➠ **মেয়েরা আগের চেয়ে বেশি শিক্ষিত হচ্ছে। তারা এখন অনেক সচেতন। মুখ বুজে নির্যাতন সহ্য না করে ডিভোর্সের পথ বেছে নিচ্ছেন।**

➠ **মেয়েরা আগের চেয়ে বেশি শিক্ষিত এবং স্বাবলম্বী হওয়ায় আত্মঅহঙ্কার বেড়েছে।** সামাজিক ও পারিবারিক বাঁধন মানতে নারাজ তারা।

➠ আছে অনেক ধনীর দুলালীর আত্মঅহমিকাও।

➠ বাধাহীন জীবনে অনেক ক্ষেত্রে তারা জড়িয়ে পড়ছেন পরকীয়ায়।

➠ আসক্ত হচ্ছে নানা মাদকে।

➠ মোবাইল কোম্পানিগুলোর নানা অফার, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, ফেসবুক এবং পর্নোগ্রাফির মতো সহজলভ্য উপাদান থেকে আকৃষ্ট হয়ে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা হারাচ্ছেন। ফলে বিয়ের মতো সুদৃঢ় সম্পর্ক এবং নৈতিক বিষয়টি ছিন্ন করতে একটুও দ্বিধা করছেন না তারা।

কেবল ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকাতেই প্রতিদিন গড়ে ৫০ থেকে ৬০টির মতো বিচ্ছেদের আবেদন জমা হচ্ছে। প্রতিবছরই আগের বছরের তুলনায় বাড়ছে এই সংখ্যা। বর্তমানে রাজধানীতেই নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে ৪৯ হাজার বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন। শুধু শহরে নয় সারাদেশে এই ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে।

আর এই বিচ্ছেদে পুরুষের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে নারীরা। এক জরিপে দেখা গেছে ৭০ দশমিক ৮৫ ভাগ নারী এবং ২৯ দশমিক ১৫ ভাগ তালাক দিচ্ছেন পুরুষরা। ঢাকা সিটি করপোরেশনের (ডিসিসি) হিসাব অনুযায়ী **মোট তালাকের ৮০ ভাগই দিচ্ছেন নারীরা।** ঢাকা সিটি করপোরেশন দক্ষিণ ও উত্তরের তথ্যানুযায়ী, ২০১০-২০১৬ সাল পর্যন্ত রাজধানীতে তালাকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫২ হাজার। সিটি করপোরেশনের পরিসংখ্যান আর মহিলা আইনজীবী সমিতির তথ্য অনুযায়ী **নারীর পক্ষ থেকেই ডিভোর্সের সংখ্যা এখন বেশি।** আর তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে **বেশিরভাগ নারীর বয়সই ২৫ থেকে ৩৫ এর মধ্যে।**

বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক অ্যাডভোকেট

[৪১৩] ফারুক হোসাইন ও সায়ীদ আবদুল মালিক (২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭), *বিচ্ছেদ ভয়ঙ্কর*, দৈনিক ইনকিলাব।

এলিনা খান বলেন, **নারীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সহনশীল মনোভাব থাকা। তারা সহনশীল থাকলে তালাকের পরিমাণ এত বাড়ত না।** এজন্য এই না যে নারীর প্রতি নির্যাতন হচ্ছে না। নির্যাতন হলেই সরাসরি তালাক দিতে হবে তা না; কিছুদিন দেখে-বুঝে তারপর এ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত, তা হলেই এই সংখ্যা কমানো সম্ভব। ক্ষমতায়নের কারণে নারী তালাকে পুরুষের চেয়ে এগিয়ে গেছে। পারিবারিক মূল্যবোধ ও সহনশীলতা ধরে রাখলেই এই সংখ্যা কমানো সম্ভব।

১৯

Human Relations Area Files-এর বিবরণ মোতাবেক ১১৫৪টি সমাজের মধ্যে, ৯৩% মানবসমাজেই কোনো-না-কোনো মাত্রার একাধিউক বিবাহের প্রথা চালু আছে। George Peter Murdock সাহেবের Ethnographic Atlas-এ ৮৬২টা মানবগোষ্ঠীর মাঝে গবেষণায় একবিবাহ পাওয়া গেছে ১৬% সমাজে। আরেকটা সাম্প্রতিক ৩৪৮ আট সমাজের উপর আরও নিখুঁত গবেষণায় পাওয়া গেছে ২০% এ একবিবাহ, ২০% এ কম কম একাধিক বিবাহ, এবং ৬০% সমাজে ব্যাপক বহুবিবাহ প্রচলিত। Princeton university-র গবেষণা প্রবন্ধে এমনটাই উঠে এসেছে। [৪১৪]

এত গেল বর্তমান। ইতিহাস থেকে পাওয়া যায় :

- চীনে এখন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কৌশল হিসেবে আইন করে একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু চীনা ইতিহাসে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তরা আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী মূল স্ত্রীর সাথে একাধিক উপপত্নী রাখতেন, এটা গ্রহণযোগ্য ছিল। [৪১৫]
- ইউরোপে বারবারিয়ানদের [৪১৬] সমাজে বহু স্ত্রী এবং বহু রক্ষিতার প্রচলন ছিল [৪১৭]
- পারসিয়ান সমাজে একাধিক স্ত্রী ও রক্ষিতা গ্রহণযোগ্য ছিল। [৪১৮]

---

[৪১৪] Walter Scheidel (June 2008), *Monogamy and polygyny in Greece, Rome, and world history,* Princeton/Stanford Working Papers in Classics.

[৪১৫] Fercility Jiang (Sep. 15, 2021) *Ancient Chinese Marriage Customs,* China Highlights.

[৪১৬] Barbarian শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'অচিন ভাষাভাষী'। গ্রীক ভাষাভাষী ছাড়া ইউরোপের বাকি অধিবাসীদেরকে এক নামে বার্বারিয়ান বলা হত। এর মধ্যে আছে: Goths, Vandals, Germans, Norse, Anglo-Saxons, Burgundians, Visigoths, Franks প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠী।

[৪১৭] Encyclopedia of Barbarian Europe: Society in Transformation, Page 261

[৪১৮] Massoume Price, *Women's lives in ancient Persia,* Iran Chamber Society.

- হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতে ও প্রাচীন হিন্দু সমাজে বহুবিবাহ অনুমোদিত ছিল। হিন্দু বিবাহ আইন ১৯৫৫-তে একাধিক বিয়েকে অবৈধ করা হয়। [৪১৯]
- গ্রীক সমাজেও প্রচলিত ছিল। ধীরে ধীরে একবিবাহ গ্রহণযোগ্যতা পেলেও তার সাথে রক্ষিতা রাখাও অনুমোদিত ছিল।
- রোমান সমাজে অবশ্য বহুবিবাহের খবর পাওয়া যায় না। এমনকি জাস্টিনিয়ান কোডে লিখিত আছে: প্রাচীন রোমান আইনে স্ত্রী ও রক্ষিতা একসাথে রাখাকেও অবৈধ করা হয়েছিল। কিন্তু ফল দাঁড়াল এটা যে, পতিতাবৃত্তি হয়ে গেল ব্যাপক।[৪২০] ফলে আইনে একবিবাহ থাকলেও বহুগামিতাই ঘুরেফিরে রয়ে গেল (Monogamy de jure appears to have been very much a façade for polygamy de facto.)
- খ্রিস্টানদের মধ্যে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ। যদিও যীশু নিজের সমাজে (ইহুদি সমাজ) বহুবিবাহ প্রচলিত থাকলেও তিনি তা বন্ধের কোনো নির্দেশ দেননি। পণ্ডিত st. Augustine-এর (মৃত্যু ৪৩০ খ্রি.) বলেছিলেন : 'আমাদের এই সময়, রোমান প্রথার সাথে তাল মিলিয়ে একের অধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি নেই'। ফাদার Eugene Hillman বলেন, রোমান গীর্জা থেকেই বহুবিবাহ নিষেধ করা হয়েছিল। [৪২১]
- ইয়াহূদি সমাজে বহুবিবাহ বৈধ। একাধিক স্ত্রী থাকলে সম্পদ বণ্টনের নীতিমালা পুরাতন বাইবেলে আছে। আর তালমুদে স্ত্রীর সংখ্যা ৪ এর বেশি না হবার

---

[৪১৯] *Polygamous Marriages in India* [princeton.edu]

[৪২০] প্যারিসের Centre National de la Recherche Scientifique এর গবেষক Claudine Dauphin বলেন : গ্রেকো রোমান সমাজে যৌনতা ছিল ত্রিমুখী— স্ত্রী, রক্ষিতা ও পতিতা (the wife, the concubine and the courtesan)। ৪র্থ শতাব্দীর এথেনিয়ান বক্তা Apollodoros বলেন : আমাদের ফুর্তির জন্য আছে বেশ্যারা, দেহের নিত্যদিনের সেবায় আছে রক্ষিতারা, আর বৈধ উত্তরাধিকারী উৎপাদনের জন্য আছে স্ত্রীরা।'
[Prostitution in the Byzantine Holy Land by Claudine Dauphin, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, Classics Ireland, University College Dublin, Ireland, 1996 Volume 3]

[৪২১] ফাদার Eugene Hillman-এর *Polygamy Reconsidered* গ্রন্থের বরাতে *Women in Islam versus Women in Judeo-Christian Tradition,* ড. শরিফ আবদুল আযিম, দারুল আরকাম, পৃষ্ঠা : ৭৬

ব্যাপারে নির্দেশনা আছে। পরবর্তী কালে আশকেনাজি ইয়াহূদি [৪২২] পণ্ডিত Gershom ben Judah ১০০০ খ্রিস্টাব্দে ইয়াহূদি সমাজে নিষিদ্ধ করেন। [৪২৩]

২০

তাদের সমাধান, ছেলেমেয়েরা যত কাছাকাছি আসবে, পরপরকে চিনবে-জানবে তত ধর্ষণ কমে যাবে। কিন্তু বাস্তব প্রয়োগের সময় গিয়ে কী ঘটছে, দেখা যাক। আমাদের স্বপ্নের দেশ আমেরিকার উপাত্ত নিয়েই কথা বলি। মোটের উপর দুনিয়ার তাবৎ সমস্যার সমাধান ওখান থেকেই আসে কি না। চলুন দেখি তাদের প্রেসক্রিপশান তাদের সমস্যারই সমাধান করতে পারল কি না। ক্যাম্পাস সেফটি ম্যাগাজিন-এর প্রধান সম্পাদক Robin Hattersley-Gray মার্চ ৫, ২০১৮ তে তাঁর এক আর্টিকেলে (The Sexual Assault Statistics Everyone Should Know) নিচের পরিসংখ্যানগুলো তুলে আনেন বিভিন্ন সোর্স থেকে। ব্রাকেটে সোর্স উল্লেখ করে দিলাম।

- ২০-২৫% নারী তাদের **কলেজজীবনে** ধর্ষণ কিংবা ধর্ষণচেষ্টার শিকার হচ্ছে। (সূত্র: U.S. Department of Justice)
- কলেজের নবিনতম (freshmen) ও সেকেন্ড ইয়ারের (sophomore) মেয়েরা তুলনামূলক বেশি রিস্কে আছে যৌন নির্যাতনের। যারা জবরদস্তি যৌনতার অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন বলে জানিয়েছেন, তাদের ৮৪%এরই **নিজ ক্যাম্পাসের**

---

[৪২২] ইহুদীদের প্রধান দুটো ভাগ: আশকেনাজিম (৮০%) আর সেফরাডিম (২০%)। সেফরাডিমরা হল প্রধানত যারা মুসলিম সাম্রাজ্যে বসবাস করে এসেছে এতকাল, আন্দালুস উত্তর আফ্রিকা এলাকায়। আর আশকেনাজিমরা বসবাস করত পূর্ব ইউরোপে। সেখান থেকে জার্মানিতে, সেখান থেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পোল্যান্ড-রাশিয়া-ব্রিটেন-আমেরিকা বিভিন্ন দেশে। ধর্মপালন থেকে নিয়ে সমাজ-জীবন বিভিন্ন জায়গায় দুই গ্রুপের স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। [*Ashkenazi versus Sephardic Jews,* Ask the Rabbi]

ওল্ড টেস্টামেন্ট মতে, ইহুদি ধর্মে ধর্মান্তর নেই। ইহুদি ধর্ম শুধু বনী ইসরাঈলের জন্য নির্দিষ্ট, ইয়াকুব আ. এর বংশধরদের জন্য। অন্য ধর্মের কেউ ইহুদি ধর্ম গ্রহণের নিয়ম নেই। কমপক্ষে মা যদি ইহুদি হয়, তবে সন্তানকে ইহুদি ধরা হয়। তবে তাদের পূর্ববর্তী আলিমরা বিদআতি নিয়ম চালু করে গেছে। [DROR BEN AMI (APRIL ১৩), *Can a Person Convert to Judaism?* The Jerusalem Post]।

এবং এই আশকেনাজি ইহুদিদের ব্যাপারে বিভিন্ন ঐতিহাসিক সংশয় আছে যে, এরা এলো কোথা থেকে। কোনো গবেষণায় এসেছে ভাগ আশকেনাজির জেনেটিক উৎস মাত্র ৪ জন নারীতে গিয়ে ঠেকে যাদের সবাই পূর্ব ইউরোপের (বৃহত্তর রাশিয়া)। আবার কোনো রিসার্চে এসেছে, মধ্যযুগে ৩৩০ জন পূর্ব ইউরোপীয় ব্যক্তি তাদের আদি পুরুষ। ওদিকে আবার পূর্ব ইউরোপের তুর্ক জনগোষ্ঠী 'খাজার'দের অভিজাত শ্রেণী, যারা ছিল প্যাগান। তাদের কনভার্ট হয়ে আশকেনাজিদের সাথে মিশে যাবার প্রমাণও পাওয়া গেছে y ক্রোমোসোমে। সবকিছু মিলিয়ে এক রহস্যময় সম্প্রদায় এই আশকেনাজি ইহুদিরা।

[৪২৩] Walter Scheidel (June 2008), *Monogamy and polygyny in Greece, Rome, and world history,* Princeton/Stanford Working Papers in Classics.

প্রথম ৪ সেমিস্টারের মধ্যে ঘটনাটি ঘটেছে। (সূত্র: An Examination of Sexual Violence Against College Women)

- %৪৩ ভিকটিম এবং %৬৯ ধর্ষক এসময় মদ্যপ অবস্থায় থাকে (সূত্র: National College Women Sexual Victimization)
- নারীদের মেস (sorority house)-এ থাকা ছাত্রীরা ৩ গুণ এবং হোস্টেলে (on-campus dormitories) থাকা ছাত্রীরা ১.৪ গুণ বেশি ধর্ষণের ঝুঁকিতে আছে বাসায় অবস্থানকারীদের চেয়ে। (সূত্র : Correlates of Rape While Intoxicated in a National Sample of College Women)
- **কলেজ-ছাত্রীদের** যৌন নির্যাতন ৫০% ঘটনা এলকোহল পানের সাথে সম্পর্কিত। (সূত্র : High-Risk Drinking in College : What We Know and What We Need to Learn)
- %৩০ **কলেজছাত্রী** ধর্ষণের পর আত্মহত্যার কথা চিন্তা করেছে। (সূত্র: Warshaw, Robin, 1994)

এটা গেল কলেজ লেভেল। এবার দেখি হাইস্কুলে সহশিক্ষার ফজিলত। 'ক্যাম্পাস সেফটি ম্যাগাজিন' আরও জানাচ্ছে,

- প্রতি ৫ জনে ১ জন **হাইস্কুলের ছাত্রী** তাদের প্রেমিকের দ্বারা (dating partner) যৌন নিগ্রহের (sexually abused) শিকার (সূত্র : Dating Violence Against Adolescent Girls and Associated Substance Abuse, Unhealthy Weight Control, Sexual Risk Behavior, Pregnancy and Suicidality)
- কলেজ-বয়সী মেয়েদের যারা কলেজ ক্যাম্পাসে ভিকটিম হয়েছে, তাদের %৩৮ **প্রথমবার** ভিকটিম হয়েছে **কলেজে ঢোকার আগেই।** মানে **হাইস্কুলেই প্রথমবার।** আগেও যারা হয়েছে, তারা পরেও ভিকটিম হবার চান্স আছে। (past victimization the best predictor of future victimization) [সূত্র : Our Vulnerable Teenagers: Their Victimization, Its Consequences, and Direction for Prevention and Intervention]

যদিও বাংলাদেশের অবস্থা এখনও এত খারাপ হয়নি। তবে একই ফর্মুলা আমাদেরকে একই রেজাল্টে নিয়ে যাবে, এটা তো পাগলেও বোঝে। মানে সহশিক্ষা-সহাবস্থান আমাদের মেয়েদের ৫ জনার একজনকে ধর্ষণের মুখোমুখি করছে।

গবেষণাপত্র তালিকা

Abramitzky, R., Delavande, A., & Vasconcelos, L. (2011). Marrying Up: The Role of Sex Ratio in Assortative Matching. American Economic Journal: Applied Economics, 3(3), 124–157.

Andrea J. Rapkin; Sharon A. Winer (2009), Premenstrual Syndrome and Premenstrual Dysphoric Disorder: Quality of Life and Burden of Illness [medscape.com]

Andrews, Pamela & Chen, Mark. (2014). Gender Differences in Mental Toughness and Coping with Injury in Runners. Journal of Athletic Enhancement. 3.

Antfolk J. Age Limits: Men's and Women's Youngest and Oldest Considered and Actual Sex Partners. Evolutionary Psychology. January 2017.

Babchuk Wayne A., Raymond B. Hames, Ross A. Thompson, Sex differences in the recognition of infant facial expressions of emotion: The primary caretaker hypothesis, Ethology and Sociobiology, Volume 6, Issue 2, 1985, Pages 89-101,

Belsky J. (2001). Emanuel Miller lecture developmental risks (still) associated with early child care. Journal of child psychology and psychiatry, and allied disciplines, 42(7), 845–859.

Ben-Yehuda, Nachman. "The European Witch Craze of the 14th to 17th Centuries: A Sociologist's Perspective." American Journal of Sociology 86, no. 1 (1980): 1–31.

Brooks-Gunn, J., Han, W. J., & Waldfogel, J. (2010). First-Year Maternal Employment and Child Development in the First Seven Years. Monographs of the Society for Research in Child Development, 75(2), 7–9.

Carmichael, S. L., Shaw, G. M., Yang, W., Abrams, B., & Lammer, E. J. (2007). Maternal stressful life events and risks of birth defects. Epidemiology (Cambridge, Mass.), 18(3), 356–361.

Coussons-Read M. E. (2013). Effects of prenatal stress on pregnancy and human development: mechanisms and pathways. Obstetric medicine, 6(2), 52–57.

Dr. Dolly et al. International Journal of Recent Research Aspects ISSN: 2349-7688, Vol. 4, Issue 1, March 2017, pp. 100-102

Durain D. (2004). Primary dysmenorrhea: assessment and management update. Journal of midwifery & women's health, 49(6), 520–528.

Fancy, Nahyan A. G. (2006), "Pulmonary Transit and Bodily Resurrection: The Interaction of Medicine, Philosophy and Religion in the Works of Ibn al-Nafis (d. 1288)"

Farley Melissa (2018), Risks of Prostitution: When the Person Is the Product, Journal of the Association for Consumer Research 2018 3:1, 97-108

Gandz, Solomon (1938), "The Algebra of Inheritance: A Rehabilitation of Al-Khuwārizmī", Osiris, 5: 319–91

Gaskins AJ, Rich-Edwards JW,

Lawson CC, et al, Work schedule and physical factors in relation to fecundity in nurses, Occupational and Environmental Medicine 2015;72:777-783.

Gingerich, Owen (April 1986), "Islamic astronomy", Scientific American, 254 (10): 74

Golby, J., Sheard, M., & van Wersch, A. (2007). Evaluating the factor structure of the Psychological Performance Inventory. Perceptual and motor skills, 105(1), 309–325.

Gollenberg, A.L., Hediger, M.L., Mumford, S.L., Whitcomb, B.W., Hovey, K.M., Wactawski-Wende, J., et al. (2010). Perceived Stress and Severity of Perimenstrual Symptoms: The BioCycle Study. Journal of Women's Health; 19(5): 959–967.

Grundmann, O., Yoon, S.L. (2010). Irritable bowel syndrome: epidemiology, diagnosis and treatment: an update for health-care practitioners. Journal of Gastroenterology and Hepatology; 25(4): 691–699.

Ha, T., van den Berg, J. E., Engels, R. C., & Lichtwarck-Aschoff, A. (2012). Effects of attractiveness and status in dating desire in homosexual and heterosexual men and women. Archives of sexual behavior, 41(3), 673–682.

Hammen, C., Kim, E.Y., Eberhart, N.K., Brennan, P.A. (2009). Chronic and acute stress and the predictors of major depression in women. Depression and Anxiety; 26(8): 718–723.

Hawkley, L. C., & Cacioppo, J. T. (2010). Loneliness matters: a theoretical and empirical review of consequences and mechanisms. Annals of behavioral medicine : a publication of the Society of Behavioral Medicine, 40(2), 218–227.

Ichinose-Kuwahara, T., Inoue, Y., Iseki, Y., Hara, S., Ogura, Y. and Kondo, N. (2010), Experimental Physiology –Research Paper: Sex differences in the effects of physical training on sweat gland responses during a graded exercise. Experimental Physiology, 95: 1026-1032.

Janssen Ian (2000) et.al., Skeletal muscle mass and distribution in 468 men and women aged 18–88 yr, Journal of Applied Physiology July 2000 89(1):81, 81-88

Katherine B. Coffman et.al. (2017), When Gender Discrimination Is Not About Gender, working paper, Harvard Business School.

Kingma, B., van Marken Lichtenbelt, W. Energy consumption in buildings and female thermal demand. Nature Clim Change 5, 1054–1056 (2015).

KORE, Gauri et al. A study on premenstrual syndrome symptoms and their association with sleep quality in nursing staff. International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology, [S.l.], v. 8, n. 4, p. 1487-1490, mar. 2019. ISSN 2320-1789.

Kruger, D. J., & Fitzgerald, C. J. (2011), Reproductive strategies and relationship preferences associated with prestigious and dominant men, Personality and Individual Differences, 50(3), 365-369

Michopoulos, V. (2016). Stress-induced alterations in estradiol sensitivity increase risk for obesity in women . Physiology & Behavior; 166: 56–64.

Moossavi S, Sepehri S, Robertson B, et al. Composition and Variation of the Human Milk Microbiota Are Influenced by Maternal and Early-Life Factors. Cell Host Microbe. 2019;25(2):324-335.

Pandey, Awanish & Tripathi, Poonam & Pandey, Rishabh & Goswami, Shambaditya. (2013). Prevalence of psychological and physical symptoms of pre-menstrual syndrome in female students. Archive of Pharmacy Practice. 4

Parker, Jessica & Burkley, Melissa. (2009). Who's chasing whom: The impact of gender and relationship status on mate poaching. Journal of Experimental Social Psychology. 45. 1016-1019.

Pongou R. (2013). Why is infant mortality higher in boys than in girls? A new hypothesis based on preconception environment and evidence from a large sample of twins. Demography, 50(2), 421–444.

Prasad, K., Vaidya, R., Kumar, V., & Rekha, B. (2016). A Comparative Analysis on the Causes of Occupational Stress among Men and Women Employees and its Effect on Performance at the workplace of Information Technology Sector, Hyderabad. International Journal of Management Excellence, 7, 796-807.

Richard J. Udry, "The Nature of Gender"; Demography, November 1994; Vol. 31 (4): 561–573.

Roger Swagler, (1997), Modern Consumerism', , Encyclopedia of the Consumer Movement. pp. 172–173

Salfati, C. G., James, A. R., & Ferguson, L. (2008). Prostitute homicides: a descriptive study. Journal of interpersonal violence, 23(4), 505–543.

Savage-Smith, Emilie (1995), "Attitudes Toward Dissection in Medieval Islam", Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, Oxford University Press, 50 (1): 67–110

Udry, J. R. (2000). Biological Limits of Gender Construction. American Sociological Review, 65(3), 443–457.

Vaccarino, V., Shah, A.J., Rooks, C., Ibeanu, I., Nye, J.A., Pimple, P., et al. (2014). Sex differences in mental stress-induced myocardial ischemia in young survivors of an acute myocardial infarction. Psychosomatic Medicine; 76(3): 171–180.

Varcin, K. J., Alvares, G. A., Uljarević, M., & Whitehouse, A. (2017). Prenatal maternal stress events and phenotypic outcomes in Autism Spectrum Disorder. Autism research : official journal of the International Society for Autism Research, 10(11), 1866–1877.

Verma, R., Balhara, Y.P.S., Gupta, C.S. (2011). Gender differences in stress response: Role of developmental and biological determinants. Industrial Psychiatry Journal; 20(1): 4–10.

Winer, S. A., Rapkin, A. J. (2006). Premenstrual disorders: prevalence, etiology and impact. Journal of Reproductive Medicine; 51(4 Suppl):339-347.